বিজ্ঞান-কুসুম

মহাত্মা

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ কর্ত্তৃক

বিরচিত।

পরম ধার্ম্মিক

শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ বসু মহাশয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ে

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট হইতে

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

বড়বাজার তুলাপটী ৭৫ নং

নারায়ণ যন্ত্রে

শ্রীরসিকলাল পান দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৩ সাল।

মূল্য ।০ আনা।

ভূমিকা।

জগতের হিতার্থী সুপ্রসিদ্ধ মিররের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে অনাবৃষ্টি, মহামারী, ও দুর্ভিক্ষাদি সম্বন্ধে "বিজ্ঞান-কুসুম" নামে আমি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লেখি। এই পুস্তকের উপকারিতা অনুভব করিয়া পরম ধার্ম্মিক সদাশয় শব্দকল্পদ্রুমের দেবনাগরাক্ষরের সংস্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ বসু মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সংপূর্ণ ব্যয়ে উহা মুদ্রিত করান।

আমি উক্ত দুই মহাত্মার অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রদ্ধার নিকট চিরকৃতজ্ঞ আছি। পরিশেষে সহৃদয় পাঠকমণ্ডলীর নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা এই—মদ্বিধ ক্ষুদ্রব্যক্তির প্রবন্ধে ভ্রমপ্রমাদরূপ কলঙ্কপাত হওয়া অসম্ভব নহে। আশা করি আপনাদের পবিত্র দয়াযুক্ত দৃষ্টিবারি সেচনে উক্ত কলঙ্কপঙ্ক প্রক্ষালিত হইবে। ইতি।

বিনীত

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা।
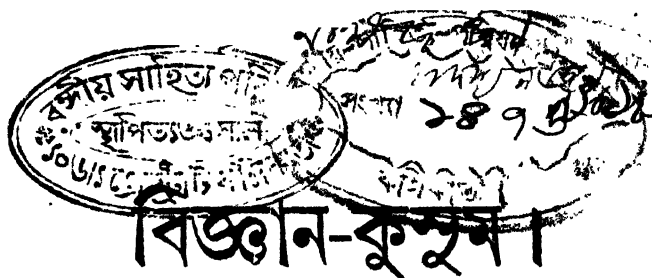
বিজ্ঞান-কুসুম

(অর্থাৎ প্লেগ প্রভৃতি মহামারী ও
অনাবৃষ্ট্যাদির কারণ)

আমি সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু আমার মন ত স্থির থাকে না। মন ত ছুটা ছুটি করিয়াই বেড়াইতে থাকে, এমন কি আমি নিদ্রায় অভিভূত মৃত প্রায় পড়িয়া থাকি, কিন্তু কৈ মন ত পড়িয়া থাকে না। মন তখনও পর্ব্বতে সাগরে স্বর্গে ও নরকে অবিশ্রান্ত ঘুরিতে থাকে।

তাহা ত কাযেই থাকিবে, সে যে মন, মনের তাহাই স্বভাব—প্রকৃতি। নানা জাতীয় কল্পনাই মনের মনস্ত্ব। যখন মন স্থির হইবে, তখন মনের মনস্ত্ব কোথায়? তখন মন মরিয়া যায়—তখন মন বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়।

যখন মনের মনস্ত্ব থাকিবে তখনই স্বাধীন চিন্তা আসিবেই, চিন্তা করিতেই হইবে।

অনেক দিন অনেক সময়—স্নান করিতেছি—বেড়াইতেছি—আহার করিতেছি এমন কি ঈশ্বরোপাসনা করিতেছি, তখনও মন এই একটী বিষয় নিয়াই রকম রকম সঙ্কল্পনা ও বিকল্পনা করিত। সে বিষয়টী এই—

প্রাচীন লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছি, এবং নিজেও বাল্যকাল হইতে যতদূর বুঝিয়াছি, কিন্তু দেখিতেছি জগতের সুখ শান্তি কি ধর্ম্মভাব কি আরোগ্য বল, বুদ্ধি, আমোদ প্রমোদ যেন ক্রমেই দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। এখন নূতন নূতন রোগ, নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন খাদ্য দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষায় অর্থ, আহার, বিহার, বসন, ভূষণ, অসংখ্য অসংখ্য বাড়িয়াছে। কিন্তু কৈ পূর্ব্বকালের মত মনের সুখ শান্তি আছে কি? না, নাই, কিছুই নাই। কেন নাই? না—এজন্য নাই—জগৎ যে পরিবর্ত্তনশীল, এজন্যই ত "জগৎ" বলে, "জগৎ"—যাহা প্রতিক্ষণেই বদলাইয়া যায়। ইহাই জগতের স্বভাব। যথা সাংখ্য তত্ত্ব কৌমুদী—

"পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে"

ইতি।

১। অর্থ—নিখিল জগতের স্বভাবই প্রতিক্ষণে পরিণাম—বদলাইয়া যাওয়া, পরিবর্ত্তন না হইয়া এক পল—এক মিনিট্‌ও থাকিতে পারে না।

কিন্তু সেই পরিবর্ত্ত একদিন বা দুই দিনে উপলব্ধ হয় না।

যেমন একটী কুমড়ের লতা। প্রথম কুমড় বীজ যেই রোপিত হইল, তখনই কিন্তু পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। দুই দিন পরে বীজটী অঙ্কুরিত হইল, দুইটী পাতা দেখাদিল, তাহার মধ্য হইতে একটুকু অস্ফুটিত পত্রাকার কিছু বাহির হইল। কিন্তু যদি তুমি এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাক তবুও দেখিতে পাইবে না যে লতা বাড়িতেছে। কিন্তু এক মাস পরে দেখিবে সেই কুম্‌ড় লতা এক শত হস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অথবা, যেমন মনুষ্যশরীর। মানব যেই মুহূর্ত্তে মাতার জঠরে প্রবেশ করিল, তখন হইতে মরণ পর্য্যন্ত কেবল পরিণত বা পরিবর্ত্তিতই হইতে লাগিল। প্রথমে বালক, পরে কুমার, পরে যুবক, তৎপরে ক্রমে ক্রমে সে মরিতে আরম্ভ হইল। আজ একটী দাঁত পড়িয়া গেল, এই একটুকু মৃত্যু

হইল, কাল আর একটী দাঁত পড়িল, এই আবার আর একটুকুন মরিল, ক্রমে চুল পাকিল, বা উঠিয়া গেল, দাঁত গেল, দৃষ্টি গেল, শ্রুতি গেল, স্মৃতি গেল, বল গেল, ক্ষুধা গেল, কান্তি গেল, শরীর কুঁজা হইয়া পড়িল, ভালমন্দ বিচারের শক্তি গেল, সংস্কার গেল, মৃত্যুর পরে যে পুনর্ব্বার বালক হইবে, তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইতে লাগিল। বাল্য কুমার ও যুবকশরীর হইতে এত পরিবর্ত্ত হইল যে, দেখিলে চিনিতে পারা যায় না, শিশু কালের ফটোগ্রাফ, ও প্রাচীন কালের ফটো, যেন ঠিক্ দুই জনের ফটো বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল। তাই বলিতেছিলাম "সেই পরিবর্ত্ত এক দিন বা দুই দিনে উপলব্ধ হয় না"।

এই ত গেল শরীরের কথা। ঠিক শরীরের মত সমগ্র জগতের ও প্রতীক্ষণ পরিবর্ত্ত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন হওয়াকেই বিকৃতি বলে, এবং পরিবর্ত্ত না হওয়াকে অর্থাৎ পরিবৃত্তির উপলব্ধি না হওয়াকে প্রকৃতি বলে। জগতের প্রাকৃতিক—স্বাভাবিক অবস্থাতেই সুখ শান্তি আমোদ প্রমোদ অনু-

ভূত হয়। তদ্বিপরীত অপ্রাকৃতিক—অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সুখ শান্তি আমোদ প্রমোদ কমিয়া যায়।

উক্ত পরিবর্ত্ত দুই প্রকার। যেমন অনুলোম-পরিবর্ত্ত, ও বিলোমপরিবর্ত্ত। অনুলোমপরি-বর্ত্ত—যথা, বাল্য কৌমার যৌবন বার্দ্ধক্য ও মরণ। এই পরিবর্ত্ত প্রায়ই অধিকাংশ, ইহা ক্রমে ক্রমে সহিয়া সহিয়া অল্পে অল্পে হয়, এ গতিকেই অনু-লোম পরিবর্ত্তটা প্রায় স্বাভাবিক বলিয়াই ততটা অশান্তির বা বিস্ময়ের কারণ নহে।

বিলোম পরিবর্ত্ত—যথা বাল্য অবস্থায় কৌমার চিহ্ন, যৌবনাবস্থায় বার্দ্ধক্য চিহ্ন, যেমন সদ্য প্রসূত-বালকের দন্তোদ্গমাদি, যুবকের পীড়াপ্রযুক্ত দেহের ক্ষীণতা, ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি। এই বিলোম পরিবর্ত্ত উল্টা বিধায়—অস্বাভাবিক বিধায় ইহাতে অশান্তি ও অসুখ অতিরিক্তপরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে।

উপরে যেমন মোটামুটি বুঝা যায় বলিয়া মনুষ্যের দৃষ্টান্ত দেখান গেল। কিন্তু উক্ত প্রকার পরিবর্ত্তন, ঠিক বায়ু, জল, দেশ ও কালেরও আছে

ইহা নিশ্চয়। যেমন গ্রীষ্মের বায়ু গ্রীষ্মের জল ও গ্রীষ্মের দেশ উষ্ণ বোধ হয়। এবং শীতের বায়ু শীতের জল ও শীতের দেশ শীতল বোধ হয়। এ প্রকার পরিবর্ত্তন অনুলোম, বা স্বাভাবিক বিধায় উহা অশান্তি বা অসুখের কারণ নহে, বরং সমধিক সুখ শান্তিরই বিশেষ কারণ।

এবং যাহা বিলোম পরিবর্ত্তন, তাহাই ভয়ানক অসুখ অশান্তি ও উপদ্রবের কারণ। যেমন শীতের বায়ু শীতের জল ও শীতের দেশ উষ্ণ বোধ হওয়া, ও গ্রীষ্মের বায়ু গ্রীষ্মের জল ও গ্রীষ্মের দেশ শীতল বোধ হওয়া। ইহা নিতান্তই অস্বাভাবিক।

সে জন্যই বিবিধ অশান্তি ও রোগাদির কাবণ তাহা জানিবে।

এখন ক্রমশঃ উক্ত প্রকৃতির বিপর্য্যয়, তাহার ফল ও তাহার কারণ শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিবার জন্য চেষ্টা করা যাক।

প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটে কেন?
অর্থাৎ বর্ষা ঋতুতে বর্ষা না হওয়া ইত্যাদি কেন ঘটে?

তাহার উত্তরে জ্যোতিষতত্ত্বে—

গর্গ ও বৃহস্পতি ঋষি বলেন। যথা—

অতিলোভাদসত্যাদ্বা নাস্তিক্যাদ্বাপ্যধর্ম্মতঃ।
নরাপচারান্নিয়তমুপসর্গঃ প্রবর্ত্ততে॥

অর্থ—জগতে মনুষ্যগণের যখন অন্যায় রূপে লোভ বৃদ্ধি হয়, যখন মিথ্যা কথার স্রোত বৃদ্ধি হয়, যখন ঈশ্বর ও স্বধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থা উঠিয়া যায়। যখন পাপ পুণ্য, স্বর্গ নরক, ইহলোক ও পরলোকের অস্তিত্বের প্রতি মানবগণ সন্দিহান হয়, যখন অধর্ম্ম প্রবল হয়, ও অসৎ আহার ও অসৎ বিহার প্রভৃতি কুৎসিত আচারে লোক রত হয়, তখনই পৃথিবীতে নানা প্রকার অতি-বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বিবিধ রোগ আবিষ্কৃত হয়। তাহাই বা কেন হয়? তাহার—উত্তরে গর্গ ও বৃহস্পতি বলেন—

ততোঽপচারান্নিয়তমপবর্জ্জন্তি দেবতাঃ।
তাঃ সৃজন্ত্যদ্ভুতাংস্তাংস্তু দিব্য-নাভস-ভূমিজান্॥

অর্থ—লোকের সেই অসৎ আচরণ হেতুক দেবতারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে, সেই অনাচারী অধার্ম্মিকের প্রতি আর দৈবগণের কৃপা-দৃষ্টি থাকে না। তখন দেবতারা নানাবিধ অমঙ্গ-

লের চিহ্ন সকল সৃষ্টি করেন। সেই অমঙ্গলের চিহ্ন কতক গ্রহ নক্ষত্রাদিতে, কতক আকাশে ও কতক পৃথিবীতে প্রকাশ পায়। যথা—

ত এব ত্রিবিধা লোকে উৎপাতা দেবনির্ম্মিতাঃ।
বিচরন্তি বিনাশায় রূপৈঃ সম্বোধয়ন্তি চ॥

অর্থ- দেবতারা যে তিন প্রকারের উৎপাত সৃষ্টি করেন, তাহা বিবিধ চিহ্ন দ্বারা প্রথমতঃ মনুষ্যকে জানাইয়া পরে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে প্রবর্ত্ত হয়।

বিষ্ণু বলেন—

তাংশ্চ পরং ন দর্শয়েৎ।

অর্থ—সেই অমঙ্গল চিহ্ন অপরকে দেখাইবেনা।

গ্রহর্ক্ষ বৈকৃতং দিব্যমান্তরীক্ষং নিবোধ মে।
উল্কাপাতো দিশাং দাহঃ পরিবেশস্তথৈব চ॥
গন্ধর্ব্বনগরঞ্চৈব বৃষ্টিশ্চ বিকৃতা তথা।
এবমাদীনি লোকেঽস্মিন্ নাভসানি বিনির্দ্দিশেৎ॥
চরস্থিরভবং ভৌমং ভূকম্পমপি ভূমিজম্।
জলাশয়ানাং বৈকৃত্যং ভৌমং তদপি কীর্ত্তিতম্॥

অর্থ- সূর্য্যাদি গ্রহ ও নক্ষত্রাদির অস্বাভাবিক বিকৃত রূপ ধারণ করাকে দিব্য উৎপাত বলে।

উল্কাপাত, দিগদাহ-যেমন অগ্নিকাণ্ডে কোনও দিক্ পুড়িয়া যাইতেছে, সূর্য্যের চারি ধারে বেষ্টন, গন্ধর্ব্ব নগর—অর্থাৎ আকাশে বহুসংখ্যক অট্টালিকাকার দর্শন, বিকৃতবৃষ্টি অর্থাৎ রক্তবৃষ্টি, ধূলিকাকর বৃষ্টি, ইত্যাদিকেই "নাভস" উৎপাত কহে। মনুষ্যাদি চর প্রাণীতে ও বৃক্ষাদি স্থির প্রাণীতে যে সকল বিকৃতিভাব, তাহা "ভৌম" উৎপাত, এবং ভূমিকম্প ও জলাশয়েয় বিকৃতি ভাবকেও "ভৌম" উৎপাত কহে।

ভৌমঞ্চাল্পফলং জ্ঞেয়ং চিরেণ পরিপচ্যতে।
নাভসং মধ্যফলদং মধ্যকালফলপ্রদম্॥
দীব্যং তীব্রফলং জ্ঞেয়ং শীঘ্রকারি তথৈব চ॥

অর্থ—ভৌম উৎপাতের ফল অল্প, এবং অনেক দিনে মন্দ ফল দর্শে। "নাভস" উৎপাতের মধ্যফল, মধ্যকালে কুফল ফলে, এবং "দিব্য" উৎপাতের অত্যন্ত ভয়ানক ফল, এবং ফলেও শীঘ্র।

শীতোষ্ণাদিবিপর্য্যাসো ঋতূনাং রিপুজং ভয়ম্।
পুষ্পে ফলে চ বিকৃতে রাজ্ঞো মৃত্যুং তথাদিশেৎ॥

অকালপ্রসবা নার্য্যঃ কালাতীতাঃ প্রজাস্ততা।
বিকৃতাঃ প্রসবাশ্চৈব যুগ্মপ্রসবনং তথা॥

অর্থ—শীতের সময় গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্মের সময় শীত এবং বর্ষার সময় শীত ও শীতের সময় বর্ষা হওয়া ইত্যাদি ঋতুর বিপরীত ভাব হইলে মানবগণের শত্রু বৃদ্ধি হয়। পুষ্প ও ফল যদি বিকৃত হয় অর্থাৎ রক্তজবার গাছে যদি সাদাজবা হয়, এবং এক বোঁটাতে যদি দুইটা লাউ বা কুমড় হয়, তবে রাজার মৃত্যু ঘটে। যদি স্ত্রীলোকের অকালে—অর্থাৎ গর্ভের ৬ মাসে কি ৭ মাসে অথবা ৯ বৎসর কি ১০ বৎসর বয়সে সন্তানোৎপত্তি হয়। এবং যদি কালাতীতে—অর্থাৎ গর্ভের ১২ বা ১৪ মাসে, বা ৬০।৭০ বৎসরে সন্তান হয়, এবং যদি বিকৃত অর্থাৎ বানরের মত কি কুকুরের মত মুখ ইত্যাদি হয়, এবং যদি যুগ্ম প্রসব হয় তবে রাজার মৃত্যু হয়।

অদ্ভুতানি প্রসূয়স্তে তত্র দেশস্য বিদ্রবঃ॥
অকালে ফলপুষ্পানি দেশবিদ্রবকারণম্॥

অর্থ—অস্বাভাবিক যদি প্রসব হয়, অর্থাৎ গবাদির পাঁচপা, মানুষের তিন হাত ইত্যাদি। তবে

সেই দেশ উৎসন্নে যায়। এবং অকালে যদি ফল বা পুষ্প হয় অর্থাৎ অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে আম্রফল, ভাদ্র আশ্বিনে কূল ইত্যাদি জন্মে, তবে সে দেশ নানা প্রকারে ধ্বংস হইবে।

মৎস্যপুরাণে।

"অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টির্দুর্ভিক্ষাদিভয়ং মতম্।
অনৃতৌ তু দিনাদূৰ্দ্ধং বৃষ্টির্জ্ঞেয়া ভয়ায় চ॥"
নিরভ্রে বাথ বাত্রৌ বা শ্বেতং যাম্যোত্তরেণ তু।
ইন্দ্রাযুধং ততো দৃষ্ট্বা উল্কাপাতং তথৈব চ॥
দিগ্দাহপরিবেশৌ চ গন্ধর্ব্বনগরং তথা।
পরচক্রভয়ং বিদ্যাৎ দেশোপদ্রবমেব চ॥

অর্থ—অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলে সর্ব্বদেশে দুর্ভিক্ষ হয়। বর্ষা ঋতু ছাড়া অন্য ঋতুতে ক্রমে যদি দুই তিন দিন বৃষ্টি হয় তাহাই ভয়ের কারণ হয়। যে দিবসে মেঘ না থাকে সেই দিবসে অথবা রাত্রিতে দক্ষিণে বা উত্তরে যদি রামধনু দৃষ্ট হয়, আর যদি বা উল্কাপাত, বা দিগ্দাহ—অর্থাৎ যেমন আগুণ লাগিয়া কোন দিক্ পুড়িয়া যাইতেছে এরূপ রক্তবর্ণ হয়, আর যদি বা সূর্য্য বা চন্দ্রের চতুর্দ্দিগে রামধনুর মত মণ্ডল

হয়, আর যদি বা শূন্যে গন্ধর্ব্ব নগর—অর্থাৎ বহু অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, তবে অপর রাজার দ্বারা সে রাজ্য আক্রান্ত হইবে বা দেশে নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মিবে ইহা বুঝিতে হইবে।

মৎস্য পুরাণে।

ইন্দ্রাশনিমহীকম্প সন্ধ্যানির্ঘাতনিস্বনাঃ।
পরিবেশরজোধূম রক্তার্কাস্তময়োদয়াঃ॥
দ্রুমেভ্যোঽথ রসস্নেহ মধুপুষ্পফলোদ্গমাঃ।
গোপক্ষিমদবৃদ্ধিশ্চ শিবায় মধুমাধবে।
তারোল্কাপাতকলুষং কপিলার্কেন্দুমণ্ডলম্॥
অনগ্নিজ্বলনং স্ফোটং ধূমরেণুমিবাকুলম্॥
রক্তপদ্মারুণা সন্ধ্যা নভঃ ক্ষুব্ধার্ণবোপমম্।
সরিতাঞ্চাম্বুসংশোষং দৃষ্ট্বা গ্রীষ্মে শুভং বদেৎ॥
শক্রায়ুধপরীবেশৌ বিদ্যুচ্ছুষ্কবিরোহণম্।
কম্পোদ্বর্ত্তনবৈকৃত্যং রসনং দরণং ক্ষিতেঃ॥
নদ্যুদপানসরসাং বৃষ্ট্যূর্দ্ধ্বা ভবনপ্লবাঃ।
পতনঞ্চাদ্রিগেহানাং বর্ষাসু ন ভয়াবহম্॥
দিব্যস্ত্রীভূতগন্ধর্ব্ববিমানাদ্ভুতদর্শনং।
গ্রহনক্ষত্রতারাণাং দর্শনঞ্চ দিবাম্বরে॥
গীতবাদিত্রনির্ঘোষো বনপর্ব্বত সানুষু।
শস্যবৃদ্ধিরসোৎপত্তি রপাপাঃ শরদি স্মৃতাঃ॥

শীতানিলতুষারত্বং নর্দ্দনং মৃগপক্ষিনাম্।
যক্ষো-রক্ষাদিসত্ত্বানাং দর্শনং বাগমানুষী॥
দিশো ধূমান্ধকারাশ্চ শলভাবনপর্ব্বতাঃ।
উচ্চৈঃ সূর্য্যোদয়াস্তত্বং হেমন্তে শোভনা মতাঃ॥
হিমপাতানিলোৎপাত-বিরূপাদ্ভুতদর্শনম্।
ঘৃষ্টাঞ্জনাভমাকাশং তারোল্কাপাতপিঞ্জরম্॥
চিত্রা গর্ভোদ্ভবা স্ত্রী চ গোহজাশ্বমৃগপক্ষিণাম্।
পত্রাঙ্কুরলতানাঞ্চ বিকারাঃ শিশিরে শুভাঃ॥
ঋতুস্বভাবজা হ্যেতে দৃষ্টাঃ স্বর্ব্বে শুভাববহাঃ।
ঋতাবন্যত্র চোৎপাতা দৃষ্টাস্তে ভৃশদারুণাঃ॥

অর্থ ইন্দ্রের বজ্রপাত, ভূকম্প, সন্ধ্যাসময় নির্ঘাতশব্দ, চন্দ্র ও সূর্য্যের চারিদিগে রামধনুর মত বেষ্টন, ধূলি দ্বারা চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন. উদয় ও অস্তের সময় সূর্য্যরক্তবর্ণ, বৃক্ষ হইতে রস নিঃসরণ, মিষ্টরস বিশিষ্ট পুষ্প ও ফলের উদ্গম, গো ও পক্ষিগণের মত্ততা বৃদ্ধি, এসকল চৈত্র ও বৈশাখ মাসে শুভের লক্ষণ। কিন্তু অন্যমাসে উহা অশুভের কারণ জানিবে।

তারাপাত, উল্কাপাত, চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল কপিল বর্ণ, বিনা অগ্নিতে গায় ফোস্কা পড়া, যেমন চতুর্দ্দিক ধূম বা ধূলির দ্বারা আচ্ছন্ন, সায়ং সময়

রক্তবর্ণ, আকাশে যেমন মেঘের তরঙ্গ উঠিয়াছে, নদীর জল শুষ্ক হওয়া, ইত্যাদি যদি গ্রীষ্ম কালে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে দেখা যায়, তাহা শুভের লক্ষণ। অন্য ঋতুতে কিন্তু উহা অশুভের লক্ষণ জানিবে।

রামধনু, ও চন্দ্র সূর্য্যের চতুর্দ্দিগে মণ্ডল, বজ্রাঘাতে মৃত বৃক্ষের পুনর্ব্বার অঙ্কুর জনন, ভূকম্প, ঘৃত ও তৈলাদির বিকৃতিভাব, মাটি ইহতে জল চুয়ান, নদী পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকার পাড় ভাঙ্গিয়া পড়া, বৃষ্টি জলে বাড়িঘর ভাসিয়া যাওয়া, পাহাড় ও বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়া ইত্যাদি বর্ষাকালে ভয়ের কারণ নহে। কিন্তু অন্য কালে তাহা ভয়ের কারণ জানিবে।

স্বর্গীয় স্ত্রী, ভূত প্রেত, গন্ধর্ব্ব, ও আকাশে বিমান দর্শন, দিবাভাগে গ্রহ নক্ষত্র দর্শন, বনে বা পর্ব্বতে অকস্মাৎ গান বাদ্যের শব্দ শ্রবণ, প্রচুর পরিমাণে শস্য বৃদ্ধি, এবং রসোৎপত্তি ইত্যাদি শরৎকালে অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে দোষাবহ নহে। কিন্তু অন্য সময় তাহা দোষাবহ হইবে।

শীতযুক্ত বাতাস, কুয়াসার, মৃগ ও পক্ষি সক-

লের উচ্চরব, রাক্ষস ও যক্ষাদি দেবযোনির দর্শন, আকাশবাণী শ্রবণ, চতুর্দ্দিক্ কুয়াসারে অন্ধকার, বন ও পর্ব্বতে পঙ্গপালের পতন, উচ্চ দেশে অর্থাৎ অধিক বেলায় সূর্য্যের উদয় ও অস্ত দর্শন, ইহা অগ্রহায়ণ ও পৌষে শুভলক্ষণ, কিন্তু অন্য কালে শুভ নহে।

হিম এবং হিমযুক্ত বায়ুর স্পর্শে বৃক্ষাদির বিকৃতি দর্শন, আকাশ কৃষ্ণবর্ণ, তারা পাত, উল্কাপাত, গাভী অজা মৃগী ও পক্ষিণীগণের আশ্চর্য্যজনক গর্ভ, পত্র অঙ্কুর ও লতার বিকৃতি ভাব হওয়া, ইহা শীত কালে অর্থাৎ মাঘ ও ফাল্গুনে শুভ লক্ষণ। কিন্তু অন্য সময় অশুভ হইবে।

কেন না ইহা ঋতুর স্বভাবেই হইয়া থাকে, বরং না হওয়াই দোষের, নিজ নিজ ঋতুর ভিন্ন সময়ে, অর্থাৎ যদি ঋতুর অস্বাভাবিক, যেমন আশ্বিন মাসে আম্রের মুকুল হওয়া, ইত্যাদি তাহাই সর্ব্বদেশে ভয়ানক অনিষ্টের সূচক হইবে।
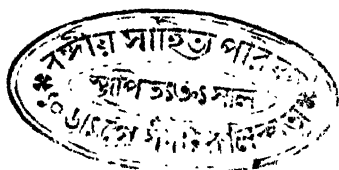
অনাবৃষ্ট্যাদির কারণ।

নাগ্নের্ব্বিহরণঞ্চৈব ক্রত্বভাবশ্চ লক্ষ্যতে।
নৈবাপ্যায়নমস্মাকং বিনা হোমেন জায়তে॥
বয়মাপ্যায়িতা মর্ত্ত্যৈর্যজ্ঞভাগৈর্যথোদিতৈঃ।
বৃষ্ট্যাদিনানুগৃহ্ণীমো মর্ত্ত্যান্ শষ্যাদিসিদ্ধয়ে॥
নিষ্পাদিতাস্বোষধীষু মর্ত্ত্যা যজ্ঞৈর্যজন্তি নঃ।
এষাং বয়ং প্রযচ্ছামঃ কামান্ যজ্ঞাদিপূজিতাঃ॥
অধো হি বর্ষাম বয়ং মর্ত্ত্যাশ্চোর্দ্ধপ্রবর্ষিণঃ।
তোয়বর্ষেণ হি বয়ং হবির্বর্ষেণ মানবাঃ॥
যোঽস্মাকং ন প্রযচ্ছন্তি নিত্যা নৈমিত্তিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ক্রতুভাগং দুরাত্মানঃ স্বয়ং যেঽশ্নন্তি লোলুপাঃ॥
বিনাশায় বয়ং তেষাং তোয়সূর্য্যাগ্নিমারুতৈঃ।
ক্ষিতিঞ্চ সংদূষয়ামঃ পাপানামপকারিণাম্॥
উপসর্গাঃ প্রবর্ত্তন্তে মরণায় সুদারুণাঃ।
যে চাস্মান্ প্রীণয়িত্বা তু ভুঞ্জতে শেষমাত্মনা॥
তেষাং পুণ্যান্বয়ং লোকান্ বিতরামো মহাত্মনাম্॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে ১৬ শাধ্যায়ে পতিব্রতামাহাত্ম্যম্।

অর্থ—(দেবতারা বলেন) মন্ত্রপূত অগ্নি প্রজ্বালন, এবং যজ্ঞের অভাব এখন লক্ষিত হই-তেছে। বিনা যজ্ঞে আমাদের তৃপ্তি কিছুতেই

হয় না ॥ ১ ॥ মনুষ্যেরা শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞদ্বারা আমাদিগকে তৃপ্তকরে, আমরাও আবার শষ্যাদি বৃদ্ধির নিমিত্ত যথাকালে সুন্দর বৃষ্টি করিয়া মনুষ্য গণকে অনুগৃহীত করি ॥ ২ ॥ আমাদের বারি বর্ষণে ধান্য তিল ও যব প্রভৃতি শষ্য নিষ্পন্ন হয়, সেই শষ্য দ্বারা আবার মনুষ্যেরা হোমকরিয়া আমাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া প্রীতকরে। আমরা হোমের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া মানবের কামনা পূর্ণ-করি ॥৩॥ আমরা উপরি হইতে পৃথিবীতে জল বর্ষণ করি, মানবেরাও পৃথিবীতে থাকিয়া উপরের দিকে হবি বর্ষণ করে, আমরা জল বর্ষণ করি, মানব ঘৃতাদিদ্রব্য অগ্নিযোগে বর্ষণকরে ॥ ৪ ॥ যে মনুষ্যেরা নিত্য—সন্ধ্যা পূজাদি ক্রিয়া, নৈমিত্তিক—পিতৃ পিতামহের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া পরিত্যাগ করে, যে দুরাচার মনুষ্য ঘৃতাদি উপাদেয় বস্তু আমাদি-গকে যজ্ঞে না দিয়া লোভ প্রযুক্ত নিজেই উদর-সাৎ করে ॥ ৫ ॥ সেই দুরাত্মা দিগকে বিনাশ, করিবার নিমিত্ত অতিবৃষ্টির দ্বারা বা অনাবৃষ্টির দ্বারা না হয়, প্রখর রৌদ্র দ্বারা, কিংবা অগ্নিদ্বারা বা প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ুদ্বারা পৃথিবীকে দূষিত করিয়া

থাকি ॥৬॥ তার পরে নূতন নূতন ভয়ঙ্কর পীড়ার সৃষ্টি হয়, সেই উৎকট ব্যাধিতে দুরাত্মারা মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। যাহারা আমাদিগকে পূজা করিয়া অবশিষ্ট ঘৃতাদি দ্রব্য উপভোগ করে। তাহাদের পুণ্যবলেই আমরা মানবকে বৃষ্টি প্রভৃতি বিতরণ করিয়া থাকি ॥৭॥

দেশ উৎসন্নে যাইবার কারণ।

(চরক বিমান স্থান ৩য় অধ্যায়)

"দৃশ্যন্তে হি খলু সৌম্য ! নক্ষত্র-গ্রহ চন্দ্র-সূর্য্যানিলা-নলানাং দিশাঞ্চাপ্রকৃতিভূতানাং ঋতুবৈকারিকা ভাবা অচিরাদিতো ভূরাপ ন চ যথাবদ্রসবীর্য্যবিপাকপ্রভাব-মোষধীনাং প্রতিবিধাস্যতি। তদ্বিয়োগাচ্চাতঙ্কপ্রায়তা নিয়তা তস্মাৎ প্রাক্ উদ্ধংসাৎ প্রাক্ চ ভূমের্ব্বিরসী-ভাবাদুদ্ধর সৌম্য ! ভৈষজ্যানি।"

অর্থ—হে অগ্নিবেশ ! আমরা দেখিতেছি নক্ষত্র, গ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, ও দিক্ সকল অস্বাভাবিক অথচ ঋতুর বিপরীত ভাবে দূষিত হইয়াছে। দেখ এই বর্ষাকাল গেল, কিন্তু যথানিয়মে বর্ষা হইল না, এবং শীতকাল

উপস্থিত, তাহাতেও যথাবৎ শীত পড়িতেছে না, এবং পৃথিবীও উচিত মত ওষধি সকলের রস, ও উপকারিতা প্রভৃতি গুণ জন্মাইতেছে না, এবং ঔষধির পূর্ব্বমত গুণ না থাকায় লোকের আতঙ্ক বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব এই দেশ উৎসন্নে যাইবার পূর্ব্বে এবং পৃথিবীর সমস্ত রস শুষ্ক না হইতে ঔষধি সংগ্রহ কর। অতএব ইহার দ্বারা বুঝা গেল গ্রহ জল বায়ু প্রভৃতির দুষ্ট ভাবই দেশ উৎসন্নের কারণ।

সংপ্রতি প্রায় অনেক দেশেই দেখা যাইতেছে যে, যে সকল লোক আচারে ব্যবহারে বয়সে ও ধর্ম্মে বিসদৃশ, কিন্তু তাহাদেরও এক জাতীয় রোগের দ্বারা প্রাণসংহার হইতেছে। যেমন ইংরেজ, মুসলমান, হিন্দু, শিশু, যুবক, ও বৃদ্ধ প্রভৃতির খাদ্যাখাদ্য অনেক বিষয়েই স্বাভাবিক পার্থক্য সত্ত্বেও, কিন্তু এক মাত্র হয় ওলাউঠা, নয় বসন্ত, অথবা ম্যালেরিয়া জ্বর, আবার এখন যাহা নবাবিষ্কৃত বিউ; বণিক প্লেগ সে সমস্ত লোককে উৎসন্ন করিতেছে। অবশ্যই এমন কিছু ইহার একজাতীয় কোন কারণ আছে, যে তাহা সমান ভাবে সকলের উপরেই

আবির্ভূত হইয়া সকলকে উৎপীড়িত করিতে পারে। তবে সে কারণ কি ?

বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে সর্ব্বজন সাধারণে সম্বন্ধ এই একই কারণ উপপন্ন হয়। যথা, জল, বায়ু, ক্ষিতি, দেশ, ও কাল। এই কয়টি ছোট, বড়, হিন্দু মুষলমান ও অন্যান্য সামান্য মনুষ্য মাত্রেই সম্বদ্ধ। যখন উক্ত জল, বায়ু, দেশ, ও কাল দূষিত হয়, তখনই এই দূষিত জল বায়ু দেশ ও কালের নানারূপ সংশ্রবে এক সময়ে সকলই এক জাতীয় রোগে অভিভূত হইবে ইহা বিচিত্র নহে।

একথা মহর্ষি চরকও বলিয়াছেন যথা—বিমানস্থানে।

"এবমসামান্যানামেভিরগ্ন্যগ্নিবেশ ! প্রকৃত্যাদিভির্ভাবৈর্মনুষ্যাণাং যেঽন্যে ভাবাঃ সামান্যাস্তদ্বৈগুণ্যাৎ সমানকালাঃ সমানলিঙ্গাশ্চ ব্যাধয়োঽভিনির্ব্বর্ত্তমানা জনপদমুদ্ধংসয়ন্তি। তে খল্বিমে ভাবাঃ স্বামান্যা জনপদেষু ভবন্তি। যদ্যথা বায়ুরুদকং দেশঃ কাল ইতি"।

দূষিত বায়ু এইরূপ স্বভাব ধারণ করে—যথা— বায়ুতে অস্বাভাবিক ঋতুর গুণ, যেমন শীতকালের বাতাসে উষ্ণতা বোধ, গ্রীষ্মের বাতাসে শীত বোধ ; অত্যন্ত ভিজা ভিজা, অতি চঞ্চল অর্থাৎ

এই খুব বাতাস বহিতেছে, আবার যেন বাতাস নাই, অত্যন্ত পরুষ, যেমন শরীরে আঘাত লাগে, অতি শীতল, অসহনীয় উষ্ণ, অতি রুক্ষ অর্থাৎ যাহার স্পর্শে গা যেন শুকাইয়া যায়, অত্যভিষ্যন্দি—অর্থাৎ যাহার স্পর্শে ঘর্ম্মের নিবৃত্তি হয় না। ঝঞ্ঝা-ভয়ঙ্কর শব্দবিশিষ্ট, চারিদিগ্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত, ঘূর্ণাবায়ু, দুর্গন্ধময়, বাস্প, ধূলি, ও ধূমবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যথা চরকে বিমান স্থান ৩ অধ্যায়।

"তত্র বাতমেবং বিধমনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ। তদ্যথা—ঋতুবিষমমতিস্তিমিতমতিপরুষমতিশীতমত্যুষ্ণমতি-রুক্ষমত্যভিষ্যন্দিনমতিভৈরবারাবমতিপ্রতিহতপরস্পরগতিমতি-কুণ্ডলিনমসাত্ম্যগন্ধবাস্পসিকতাপাংশু ধূমোপহতমিতি।"

দূষিত জল এইরূপ আকার ধারণ করে—অতি দুর্গন্ধ, বিবর্ণ, বিস্বাদ, এবং বিকৃত স্পর্শ, অত্যন্ত ময়লাযুক্ত, এবং মৎস্য, পক্ষী, কচ্ছপ প্রভৃতি জলচরগণ যে জল পরিত্যাগ করিয়া যায়। জলাশয় শুষ্ক হয়, যে জল দ্বারা তৃপ্তি হয় না এবং শীতলতা ও মাধুর্য্য গুণ থাকে না সেই দূষিত জল জানিবে।

যথা চরকে বিমানস্থানে ৩য় অধ্যায়ে।

"উদকন্তু খলু অত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরসস্পর্শবৎ ক্লেদবহুলমপক্রান্তজলচরবিহঙ্গমুপক্ষীণজলাশয়মপ্রীতিকরমপগতগুণং বিদ্যাৎ।"

দেশ দূষিত হইলে এইরূপ স্বভাব হয়, যথা—

যে মৃত্তিকার যেরূপ বর্ণ, যেরূপ গন্ধ, ও যেরূপ রস ও যেরূপ স্পর্শ, তাহা সমস্ত বদলাইয়া যায়। এবং ভিতরে বাহিরে নানাবিধ ময়লা আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল পরিপূর্ণ হইলে দেশ দূষিত হয়।

এবং দেশ দূষিত হইলে সর্প, মসক, পঙ্গপাল, মাছি, ইঁদুর, পেচক, শ্মশানবাসী—শকুনী, শৃগালাদিদ্বারা দেশ ব্যাপ্ত হয়। উদ্যানসমস্ত নানাবিধ তৃণ ও উলুখড়ে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এমন কি? যে দেশে কখনও যে সকল তৃণ বৃক্ষাদি ও পক্ষিগণ দেখা যায় নাই, দেশ দূষিত হইলে সে সব নূতন নূতন তৃণ বৃক্ষ ও পক্ষিসকল দেখিতে পাওয়া যায়। শস্য সমস্ত শুষ্ক ও নষ্ট হইয়া যায়, ধূমযুক্ত পবন, এমন কি মধ্যাহ্ন সময়ে ও যেন সমস্ত দেশে বাতাসের সহিত ধূম বহিতে থাকে। যেমন কোথাও আগুন লাগিয়াছে, এরূপ হয় (১) পক্ষিসকল ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে

থাকে, কুক্কুরসকল ঊর্দ্ধমুখে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে, বিবিধ মৃগ পক্ষিগণ কাতর হইয়া ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতে থাকে। দেশবাসী লোকেরা স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ত্যাগকরে। সত্য কথা সত্য ব্যবহার, লজ্জা, সদাচার, ও সদ্গুণ পরিত্যাগ করে। বিনা কারণে পুষ্করিণী প্রভৃতির জল কম্পিত ও উচ্ছলিত হয়, মুহুর্মুহু ভীষণ শব্দে প্রায়ই উল্কাপাত বজ্রপাত ও ভূমিকম্প হয়। নক্ষত্র চন্দ্র ও সূর্য্যাদি গ্রহগণ রুক্ষ তাম্র বর্ণ ধারণ করে। এবং শুভ্রমেঘের দ্বারা আবৃত হয়। যেমন বিনা কারণে মানবগণ সদা সশঙ্কিত, উদ্বিগ্ন। যেন কোথাও কেহ রোদন করিতেছে। যেন অন্ধকারে ঝাঁপিয়া রহিয়াছে। যেন কোথাও ভূত প্রেতগণ বেড়াইতেছে। এবং বিকট শব্দ শুনা যাইতে থাকে। ইহাই দেশ দূষিতের লক্ষণ। ইহাতেই দেশের অমঙ্গল জানিবে। যথা চরকে বিমান স্থানে ৩য় অধ্যায়।

"দেশং পুনঃ প্রকৃতিবিকৃতিবর্ণগন্ধরসস্পর্শং ক্লেদবহুলং উপসৃষ্টং (সরীসৃপ) ব্যালমশক-শলভ মক্ষিকা-মূষকোলূক-শ্মাশানিকশকুনজম্বুকাদিভিঃ। তৃণোলূপোপবনবন্তং
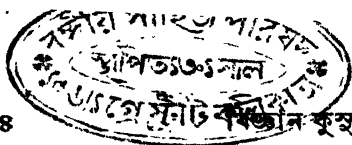
প্রতানাদিবহুলম্। অপূর্ব্ববদাপতিতম্। শুষ্কনষ্টশস্যম্। প্রধ্মাতপতত্রিগণম্। উৎক্রুষ্টশ্বগণম্। উদ্ভ্রান্তব্যথিত-বিবিধমৃগপক্ষিসঙ্ঘম্। উৎসৃষ্টস্বস্বধর্ম্মসত্যলজ্জাপর-গুণজনপদম্। শশ্বৎ ক্ষুভিতো দীর্ণ সলিলাশয়ম্। প্রত-তোল্কাপাতনির্ঘাতভূমিকম্পমতিভয়ারাবরূপম্। রুক্ষ-তাম্রারুণসিতাভ্রজালসংবৃতার্কচন্দ্রতারকম্। অভীক্ষ্ণং সম্ভ্রমোদ্বেগমিব। সত্রাসরুদতমিব। সতমস্কমিব। গুহ্য-কাচরিতমিব। আক্রন্দিতশব্দবহুলঞ্চাহিতং বিদ্যাৎ।”

কাল দূষিত হইলে ঋতুর বিপরীতলক্ষণ, অথবা যে ঋতুর যে লক্ষণ নহে তাহা হইতে অতি-রিক্ত লক্ষণ, বা তাহা হইতে অল্প লক্ষণ হইয়া থাকে। যেমন শীতের সময় শীত না হওয়া, বর্ষার সময় বর্ষা না হওয়া ইত্যাদি। এরূপ হইলে অম-ঙ্গলের লক্ষণ জানিবে। ইহা চরকে বিমান স্থানে ৩য় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

“কালস্তু খলু যথর্ত্তুলিঙ্গাদ্বিপরীতলিঙ্গমতিলিঙ্গং হীনলিঙ্গঞ্চাহিতং ব্যবস্যেৎ।”

পণ্ডিতেরা জল, বায়ু, দেশ, ওকাল চতুষ্টয়ের উক্তরূপে বিকৃতিভাবকেই এক এক জনপদ উৎ-সন্নে যাওয়ার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা চরকে বিমান স্থানে ৩য় অধ্যায়।

"ইমানেবং যুক্তাংশ্চতুরো ভাবান্ জনপদোদ্ধংসকরান্ বদন্তি কুশলাঃ।"

যখন দেশ উৎসন্নে যাইবার হয়, তখন আদৌ বায়ু দূষিত হয়, সেই দূষিত বায়ুস্পর্শে জল, ও দূষিতজলের সংস্রবে দেশ, ও দূষিতদেশের সংস্পর্শে কাল দূষিত হইয়া থাকে। যথা চরকে বিমান স্থান ৩অধ্যায়।

"বৈগুণ্যমুপপন্নানাং দেশকালানিলাম্ভসাম্।
গরীয়স্ত্ববিশেষেণ হেতুমৎসংপ্রচক্ষতে॥
বাতাজ্জলং জলাদ্দেশং দেশাৎ কালঃ স্বভাবতঃ।
বিদ্যাদ্দুষ্পরিহার্য্যত্বাদ্‌গরীয়স্তরমর্থবিৎ॥"

এখন এই প্রশ্ন স্বতঃই উঠিতে, পারে যে কি কারণে সেই জল বায়ু দেশ ও কাল দূষিত হয়? বরং জল বায়ু দেশ ও কালকে যদি দূষিত উপপন্ন করিতে পারি, তবে সেই দূষিত জল পান করিয়া, দূষিত বায়ু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, দূষিত মৃত্তিকায় উৎপন্ন ফল মূল শস্যাদি ভোজন করিয়া, ও দূষিত কালের সর্ব্বাঙ্গীন সম্বন্ধে মানবগণের স্বাস্থ্য ও রস রক্তাদি দূষিত হইয়া ব্যাধি জন্মিতে পারে, ইহা অনায়াসেই উপপন্ন করান যাইতে পারে।

কিন্তু জল বায়ু দেশ ও কালকে কে দূষিত করে? ইহাদিগকে দূষিত করিবার কার শক্তি আছে? কার দোষে সমগ্রদেশের জল বায়ু প্রভৃতি দূষিত হইয়া আস্বাস্থ্য কর হয়?

অবশ্য এই প্রশ্ন অতি জটিল, এবং ইহার সিদ্ধান্তও সহজ নয়, বিশেষ রূপে প্রণিধান ও চিন্তা করিয়া দেখিলেই ইহার মীমাংসা বা কারণ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যায়। সুতরাং এ কথাটা বিস্তার করিয়া বলিতে হইতেছে।

তাহা এই—জগতে এক বস্তুতে সম্বন্ধ হয় না, সম্বন্ধ হয় দুই তিন বা ততোঽধিক বস্তুতে, সম্বন্ধ—অর্থ সংস্রব, সেই সম্বন্ধ আবার অসংখ্য প্রকার যেমন শারীরিক, মানসিক, বাচনিক, তাহাও আবার স্থান বিশেষে বা বিষয় বিশেষে অনেক প্রকার, যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, পরম্পরা সম্বন্ধ; দূরত্ব, নিকটত্ব, অনুকূলত্ব, প্রতিকূলত্ব ইত্যাদি বহুবিধ। যেমন অগ্নি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া কাষ্ঠ-ভস্ম করে, সূর্য্য রশ্মি সংযোগে পদ্ম বিকশিত করে।

আবার ইহাও বলিতে ও বুঝিতে হইবে যে,

যে দুই বস্তুতে সম্বন্ধ হয়, সেই দুই বস্তুর পরস্পরের গুণ দুই বস্তুতেই সংক্রামিত হয়। যেমন গোলাপফুল ও জল, এই দুইয়ের সংযোগে গোলাপ ফুলের সদ্গন্ধ জলে, ও জলের শীতলতা গোলাপ ফুলেতে সংক্রামিত হয়। কিন্তু কথা এই, কোথাও সেই সম্বন্ধ জনিত সংক্রামিত গুণের উপলব্ধি প্রত্যক্ষরূপে মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়, কোথাও বা এত সূক্ষ্মরূপে থাকে যে তাহা অনুভব করা যায় না, কিন্তু পরস্পর গুণের অদল বদল হয়ই, ইহা নিশ্চিত।

আরও বলি, অনেক শাস্ত্রে ও অনেক দেশে সাধু সংসর্গের কত প্রশংসা আছে, এবং সৎ-সংসর্গ করিবার বিধিও যথেষ্টই আছে। এবং অসৎ সংসর্গের কত নিন্দাও আছে। যদি ভাবেন, কেন সৎসংসর্গের এতগুণ? ও অসৎ সংসর্গের এত দোষ। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল সৎসংসর্গে সতের গুণ আসিয়া শরীরে ও মনে প্রবিষ্ট হওয়ায় লোক সৎ হয়। এবং অসতের সংসর্গে অসতের দোষ শরীরে প্রবেশ করিয়া লোককে অসৎ করিয়া তুলে। কিন্তু তাহা শনৈঃ শনৈঃ অল্পে

অল্পে হয়, তাড়াতাড়ি এক দিন দুই দিনে হয় না, হয় এক বৎসরে।

মনে ভাবুন—আপনি সাত্ত্বিক প্রকৃতি কোনও সাধু-তপস্বীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন আপনার শরীরে বিনয় নম্রতা সত্যবাদিতা প্রভৃতি সদ্গুণ সমস্ত অতর্কণীয় ভাবে, উপস্থিত হয়। কেন এমন হয়? তাহার কারণ সেই মহাত্মার সহিত আপনার নিকটতা সম্বন্ধ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। তাঁহার সাক্ষাতে যাইবা মাত্র তাহার শরীরের উষ্মার সহিত চতুর্দ্দিগে বিচ্ছুরিত সাধু ভাব গুলি আপনার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া তেমন হইল।

এবং যাহারা রজোগুণ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন, তাহারা স্বভাবতঃই লম্পট হিংস্রক অসৎ হইয়া থাকে। যদি আমি সেই অসতের নিকট চুপ করিয়া বসিয়াও থাকি, তবুও সেই অসতের শরীর হইতে দৌর্জ্জন্য, লাম্পট্য, ও হিংসাবৃত্তি গুলি ক্রমশঃ প্রসৃত হইয়া আমার শরীরে একটুকু একটুকু করিয়া তখন প্রবিষ্ট হইতে থাকে। কিছুদিন পরে আমার চিত্তে কুভাব কুচিন্তা

উদিত হইবে। কেন না অসতের সহিত এক স্থানে উপবেশন রূপ সংসর্গের স্রোতে অসদ্বৃত্তি সকল আমার শরীরে সংক্রামিত হইয়াছিল বিধায়। কিছুদিন এরূপ গাঢ়তর সংসর্গ হইলে তখন আমি আর একজন প্রথম শ্রেণীর অসাধু হইয়া উঠিব।

অসতের শরীর হইতে অসৎবৃত্তিগুলি এই এই কারণে, এই এই সম্বন্ধে অপর শরীরে প্রবিষ্ট হয়। যথা—এক শয্যায় একাসনে উপবেশন; এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন, এক পাত্রে ভোজন, এক পাত্রে রন্ধন, অসতের পক্কান্ন ভোজন, অসতের যাজন, অসৎকে অধ্যয়ন করান, অসতের যৌনসংসর্গ, এক শকট বা এক নৌকায় গমন, পরস্পর আলাপ, স্পর্শ, অসতের নিঃশ্বাস গায় লাগান, ইত্যাদি।

এ বিষয়টী মহর্ষি বৃহস্পতি, মহর্ষি, পরাশর, মহর্ষি দেবল, ও মহর্ষি ছাগলেয় প্রভৃতিরা স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে পতিত সংসর্গ প্রকরণে।

বৃহস্পতি। "একশর্য্যাসনং পঙ্‌ক্তির্ভাণ্ডপক্কান্নমিশ্রণম্।
যাজনাধ্যাপনং যোনিস্তথা চ সহ ভোজনম্।
নবধা শঙ্করঃ প্রোক্তো ন কর্ত্তব্যোঽধমৈঃ সহ॥"

পরাশর। "আসনাচ্ছয়নাদ্যানাৎ ভাষণাৎ সহ ভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥"
দেবল। "সংলাপস্পর্শনিঃশ্বাস সহ শয্যাসনাশনাৎ।
যাযনাধ্যাপনাদ্যৌনাৎ পাপং সক্রমতে নৃণাম্ ॥"
ছাগলেয়। "আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসৎ সহ ভোজনাৎ।
সহ শয্যাসনাধ্যায়াৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্ ॥"

আবার শরীর তত্ত্ববিৎ হারীত ঋষি বলেন—পাপী পুণ্যাত্মাকে অভিভূত করিতে পারে, অর্থাৎ পাপীর পাপ বৃত্তিগুলি তাহাতে সংক্রান্ত হওয়ায় সে আর পুণ্যাত্মা থাকে না, পাপী হইয়া উঠে, যে হেতু "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি"। যথা—

"হন্যাদশুদ্ধঃ শুদ্ধস্তু শুদ্ধোঽশুদ্ধস্তু শোয়েৎ।
অশুদ্ধস্তু তমোভূতঃ শুদ্ধবাসেন শুধ্যতি ॥"

অতএব বুঝাগেল, সতের সংসর্গে সৎ, ও অসতের সংসর্গে লোক অসৎ হয়, কিন্তু এক বৎসর অনবরত সংসর্গে হয়। ইহাই বৌধায়ন ঋষিরা বলিয়াছেন—

"সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।"

অধিক কি বলিব? সংসর্গস্রোতে মন্ত্রীর পাপ

রাজাতে, পত্নীর পাপ স্বামীতে, ও শিষ্যের কৃত পাপ গুরুতে সংক্রামিত হয়। ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। যথা—

"রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপঞ্চ ভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥"

যেমন বস্তুমাত্রেই পরস্পরের দোষ ও গুণের বিনিময় হয়,সেরূপ রোগেরও সংক্রমণ হয়। ইহা সুশ্রুত বলিয়াছেন। যেমন কুষ্ঠ, ও কোনও কোনও জ্বর,শোষ,নেত্রাভিষ্যন্দ, এবং দুর্নিমিত্তাদি জনিত রোগ, ওলাউঠা, বসন্ত ও প্লেগ একের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রমণ করে। কেন না রোগও অসদ্বৃত্তির মত স্ফুটতর শরীরেরই বৃত্তি বিশেষ। যথা—

"প্রসঙ্গাদগাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ।
সহ সয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমালানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥"

নিদানস্থান ৫ অধ্যায়।

এবং আহ্নিকাচার তত্ত্বে বেদব্যাস স্পষ্টরূপে

বলিয়া গিয়াছেন—অন্যের কথা আর কি বলিব, সাধু সদাচার ব্যক্তি নিজের বন্ধু বান্ধবের সহিতও এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আহার করিবে না, কেন না, কার শরীরে প্রচ্ছন্ন ভাবে কিপাপ রহিয়াছে তাহা কে জানে। তবে যদি অনিবার্য্য কারণে এক পঙ্‌ক্তিতে আহার করিতে হয়, তবে নিজের চারিদিগে ছাই, খড়, অথবা জল দ্বারা বেষ্ঠন করিয়া পংক্তি ভেদ করিবে, পরে ভোজন করিবে।* ইহারা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, সকলেরই শরীরের তেজ বা উষ্মা উত্তাপরূপে অনবরত ইতঃস্তত বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, সেই তেজ তেজকেই সমধিক আকর্ষণ করে; তেজের অসম্পর্কিত ফল মূলাদিতে তেমন প্রবিষ্ট হয় না। সুতরাং অগ্নি জল ও লবণাদিযুক্ত অন্নাদিতেই পাপীর শরী-রের দুষ্টতেজ—বা তাড়িত সহজে সংক্রামিত হয়। কিন্তু মধ্যে যদি ছাই, খড়, বা জলের বেড়

---

* "অপ্যেকপঙ্‌ক্তৌ নাশ্নীয়াৎ সংবৃতঃ স্বজনৈরপি।
কো হি জানাতি কিং কস্য প্রচ্ছন্নং পাতকং মহৎ।
ভস্ম-স্তম্ব-জলদ্বারমার্গৈঃ পঙ্‌ক্তিঞ্চ ভেদয়েৎ," (ব্যাস)

থাকে, তবে সেই দূষিত উষ্মা ছাই, খড়, বা জলে লাগিয়া ধাক্কা পাইয়া ফিরিয়া যায়। আর অন্নে বা অন্নের সংস্রবে ভোক্তার শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। ছাই, খড়, ও জল যে উষ্মা বা তাড়িতের প্রতিরোধক ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করেন। (১)

উক্ত সংসর্গের মোটামুটি এই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে সম্বন্ধ বিশিষ্ট প্রত্যেক বস্তুর দোষ গুণই প্রত্যেক বস্তুতে অর্শে।

এখন প্রস্তাবিত জল বায়ু দেশ ও কাল কিসে দূষিত হয়? কে ইহাদিগকে দূষিত করে ইহাই বিবেচ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যেমন গোলাপ ফুলের সদ্গন্ধ জলে, ও জলের শীতলস্পর্শ গোলাপ ফুলে সংক্রামিত হয়।

এখন এমন একটী কোনও দূষিত পদার্থ যদি সতত বিচরণ শীল সমীরণে সংক্রামিত করিতে পারি, এবং সেই দূষিত সমীরণের সংসর্গে জল,

---

(১) ইহার বিশেষ বিস্তার "সংসর্গশক্তিতে" দেখিবে।

জলের সংসর্গে মাটি,—ফল মূল ঔষধি শস্যাদি, ও তৎপরে মাটির সংসর্গে কালকে সহজেই দূষিত প্রতিপন্ন কারণ যাইতে পারে, এবং তাহা হইতেই ম্যালেরিয়া ওলাউঠা, বিউ বনিক্ প্লেগ প্রভৃতি নিত্য নূতন নূতন ব্যাধির দ্বারা দেশের উৎসাদন বুঝিতে পারিবে।

এখন স্থুলরূপে একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি—একটী সঙ্কীর্ণ গৃহে এক রাত্র. কাল মাত্র আপনি দশজন গাড়োয়ান বা অন্য কোনরূপ মলিন স্বভাব লোকের সহিত বাস্তব্য করিলেন। কিন্তু সেই রাত্রে প্রথম প্রথম কিছু কিছু দুর্গন্ধ বা কেমন কেমন একটী ভাব আপনি অনুভব করিলেন, কিছুক্ষণ বাদে সেই ভাবটী আপনার সহিয়া যাইবে, পরে আপনার নিদ্রাও হইবে। পরদিন প্রাতে গাড়োয়ান উঠিয়া গেল। আপনি সমস্ত দ্বার ও জানালা গুলি বন্ধ করিয়া গঙ্গাতীরে বা পুষ্পোদ্যানে বেড়াইয়া বেশ সচ্ছন্দ শরীরমন হইলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া আপনি পূর্ব্বোক্ত গৃহের দ্বার খুলিয়া যেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, অমনি আপনি উৎকট দুর্গন্ধময়

বায়ুস্পর্শে উদ্বিগ্ন হইলেন, এমন কি? নেকার পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিলেন, ইহাত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

ইহার কারণ কি? না ইহার কারণ মলিন দুর্গন্ধ দুষ্টপ্রকৃতি গাড়োয়ানের সংসর্গে সেই গৃহস্থিত বায়ুও মলিন দুর্গন্ধ ও দূষিত হইয়াছিল। অতএব ঠিক সেরূপ—যদি কোনও আর্য্যদেশে অনার্য্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্নাচারলোক অনেক দিন বাসকরে, এবং অহোরাত্র তাহাদের ঘনিষ্ঠ সংসর্গ—অর্থাৎ সেই সেই ভাষায় আলাপ, একাসনে উপবেশন, একত্র ভোজন, একত্র অধ্যয়ন, এক শকটারোহণ, পরস্পর স্পর্শ, তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন, এবং তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সংসর্গের স্রোতে স্বভাবতঃই সেই আর্য্যদেশ বাসী আর্য্যেরাও অনার্য্যের ন্যায় কপটতা, স্বার্থপরতা, ও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির আশ্রয় হইবে।

এবং স্বধর্ম্মত্যাগ করিবে, পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, সেই অধর্ম্ম সূচক, পাপকর্ম্ম আচরণ করিবে। এবং সেই অধর্ম্ম ও পাপাচরণের মূল কারণ প্রজ্ঞাপরাধ—অর্থাৎ নিজের বুদ্ধি দোষে

অবিনয়, অনাচার, লোভ, সম্মানিত ব্যক্তির অসম্মান ইত্যাদি করিবে। এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস হইবে। (১)

এবং সে সময়ে দেশ নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোকেরাও নিজে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নানারূপ অধর্ম্মে প্রত্যাগণকে প্রবর্ত্ত করাইবে, সেই বড়লোকের আশ্রিত সংসর্গবিশিষ্ট গ্রামের লোক সহরের লোক উকিল ও দোকানদার প্রভৃতিকে সেই অধর্ম্মে আক্রমণ করিবে। তৎপরে সেই অধর্ম্মের প্রতাপে ধর্ম্ম অন্তর্ধ্যান

(১) যথা চরকে শারীরস্থানে প্রথমাধ্যায়ে।

"ধীধৃতি স্মৃতি বিভ্রষ্টঃ কর্ম্ম যৎ কুরুতেঽশুভং।
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপণং॥"
"সেবনং সাহসানঞ্চ নারীনাঞ্চাতিসেবনং।
কর্ম্মকালাতিপাতশ্চ মিথ্যারম্ভশ্চ কর্ম্মণাং॥
বিনয়া চারলোপশ্চ পূজ্যানাঞ্চাভিধর্ষণং।
জ্ঞাতানাং স্বয়মর্থানামহিতানাং নিষেবনং॥
অকালদেশসঞ্চারী মৈত্রী সংক্লিষ্ট কর্ম্মভিঃ।
ইন্দ্রিয়োপক্রমোক্তস্ত সদ্বৃত্তস্ত চ বর্জ্জনং॥
ঈর্ষামান মদক্রোধ লোভ মোহ মদ ভ্রমঃ।
তজ্জং বা কর্ম্ম যৎক্লিষ্টং ক্লিষ্টং যদ্দেহকর্ম্ম চ॥ ইত্যাদি॥

করিবেন।(১) তৎপরে ধর্ম্মছাড়া দেবার্চ্চনাদিত্যাগী হতভাগ্য লোকদিগের উপরে আর দেবতার কৃপা-দৃষ্টি থাকিবে না। তৎপরে ধর্ম্ম বিরহিত, অধর্ম্মে আক্রান্ত ও দেবতার কৃপা শূন্য পাপিগণের সংসর্গে নিশ্বাস প্রশ্বাদি দ্বারা পাপবৃত্তি সকল সংক্রামিত হইয়া সেই আর্য্যদেশের বায়ু দূষিত হইবে। আবার দূষিতবায়ু ছড়াইয়া সকলকে আক্রমণ করিবে, পাপী দিগের স্নানাবগাহনে পাপবৃত্তি সকল সংক্রামিত হইয়া জল দূষিত হইবে। সেই দূষিত জলক্লিন্ন ও দূষিত জলসেকে সেই দেশ দূষিত হইবে। সেই দূষিত দেশে উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য দূষিত হইবে। ঋতু বিপরীত স্বভাব ধারণ করিবে। মেঘ যথা সময়ে বর্ষা করিবে না। যদি বা করে তাহাও অস্বাভাবিক বিবৃত।

তৎপরে সেই দূষিত বায়ু সেবন, দূষিত জল পান, দূষিত দেশে বাস, ও দূষিত অন্ন আহারে

---

(১) বিষ্ণু সংহিতায় আছে। রাজা অপর দেশ অধিকার করিয়াও সেই সেই দেশের ধর্ম্ম নষ্ট করিবে না। যথা—

"পরদেশাব্যাপ্তৌ তদ্দেশধর্ম্মান্নোচ্ছিন্দ্যাৎ" ।২৬। বিষ্ণু সংহিতা ৩য় অধ্যায়।

নূতন নূতন রোগ হইবে। দেশব্যাপক ম্যালেরিয়া-জ্বর, কলরা ও বিউবনিক প্লেগ ইত্যাদিরোগে দেশ মনুষ্য হীন হইবে। যদিও দুই চারি জন থাকে তাহাও জরাজীর্ণ হইয়া। তাহাই চরকে উক্ত হইয়াছে—যথা বিমান স্থানে, ৩অধ্যায়।

"সর্ব্বেষা মগ্নিবেশ ! বায়্বাদীনাং যদ্বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে তস্য মূলমধর্ম্মঃ। তন্মূলঞ্চাসৎ কর্ম্ম পূর্ব্বকৃতং তয়োর্যোনিঃ প্রজ্ঞাপরাধ এব।

তদ্‌যথা যদা দেশ-নগর-নিগম-জনপদ-প্রধানা ধর্ম্মমুৎক্রম্যা ধর্ম্মেণ প্রজাং বর্ত্তযন্তি। তদাশ্রিতোপাশ্রিতাঃ পৌরজনপদাঃ ব্যবহারোপজীবিনশ্চ তমধর্ম্মমভিবৰ্দ্ধয়ন্তি।

ততঃ সোহধর্ম্মঃ প্রসভং ধর্ম্মমন্তর্দ্ধত্তে। ততস্তেহন্তহিতধর্ম্মাণো দেবতাভিরপি ত্যজ্যন্তে। তেষাং তথান্তর্হিত-ধর্ম্মাণাম-ধর্ম্ম-প্রধানানাম-পক্রান্তদেবতানামৃতবো ব্যাপদ্যন্তে। তেন নাপো যথাকালং দেবো বর্ষতি। বিকৃতং বা বর্ষতি। বাতা ন সম্যগভিবান্তি। ক্ষিতির্ব্যাপদ্যতে। সলিলান্যুপশুষ্যন্তি। ওষধয়ঃ স্বভাবং পরিহায়াপদ্যন্তে বিকৃতিং। তত উদ্ধ্বংসন্তে জনপদাঃ স্পর্শাভ্যবহারদোষাৎ॥"

এখন মরকাদির শান্তি ও অনাবৃষ্টির নিবৃত্তি কিসে হয় তাহাই বিবেচ্য।

মহাকবি ভারবি এ কথা বলিয়াছেন যে, যে স্থলে নানা জনের নানাবিধ বিরুদ্ধ মতের দ্বারা গন্তব্য পথ নিশ্চয় করা যায় না, সে বিষয়ে ঋষি প্রণীত ভ্রমরহিত শাস্ত্রই প্রদীপের মত হইয়া পথ দেখাইয়া দিবে। যথা—

"মতি ভেদতমস্তিরোহিতে গহনে কৃত্যবিধৌ বিবেকিনাং।
সুকৃতঃ পরিশুদ্ধ আগমঃ কুরুতে দীপইবার্থদর্শনং॥"

অতএব সে স্থলেই শাস্ত্রের আবশ্যকতা, যে স্থলে লৌকিক যুক্তিতে কিছুই স্থির করা যায় না। যেমন শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক তৃপ্ত হয়। যেমন অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে সায়ং সন্ধ্যা করিলে পিতৃ হত্যার পাপ হয়। ইহাকি লৌকিক বিজ্ঞানযুক্তি দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে? কখনই না। অতএব এ জাতীয় স্থলেই শাস্ত্রের আবশ্যকতা। এ কথাই তত্ত্বকৌমুদীতে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"আর্ষন্তু যোগিনাং বিজ্ঞানং লোকব্যুৎপাদনায়-নালং॥"

অর্থ—ঋষিদিগের যোগবিজ্ঞান বা যোগ

চক্ষুর দ্বারা যাহা জানিবার যোগ্য, তাহা লৌকিক বিজ্ঞান বা যুক্তির দ্বারা নির্ণয় করা যায় না।

অতএব মহামারী ও অনাবৃষ্টিনিবৃত্তির প্রতি শাস্ত্র এই বলেন।—

যখন ব্রাহ্মণেরা মনে করিবে যে নানা প্রকার সংসর্গাদিদোষে আত্মা কলুষিত হইয়াছে, তখন গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া তিলের দ্বারা হোম করিবে ॥১॥

এবং চন্দ্রায়ণ ব্রতাদি করিবে। যখন সকল দিগে সকল দেশে সকল জনে ও সকল রাজগণেতে ও গ্রহ নক্ষত্রাদিতে শুভ বা অশুভ আবির্ভাব হয়, তখন সকল লোকই সেই শুভ বা অশুভ ভোগ করিবে ॥২॥

অতএব বুদ্ধিমান্ লোকেরা লোকপ্রবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহ,নক্ষত্রাদির অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া লোক ব্যাবহারিক বিষহরি

১। যত্র যত্র চ সংকীর্ণমাত্মানং মন্যতে দ্বিজঃ।
তত্র তত্র তিলৈর্হোমো গায়ত্র্যা সমুদাহৃতঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

২। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদীনি শুদ্ধ্যভ্যুদয় কারণং।
প্রকাশে চ রহস্যে চ সংশয়েঽনুক্তকেঽস্ফুটং॥ বিশ্বামিত্রঃ।

মঙ্গলচণ্ডীর গান ও বট অশ্বত্থ চৈত্যবৃক্ষে ক্ষেত্র-পালাদি দেবতার পূজা করিবে ॥ ৩ ॥

এবং দেশ দুষ্ট হইলে দুগ্ধবতীগাভী সকলকে ভূমিতেই দোহন করিয়া মৃত্তিকা আর্দ্র করিবে। উপবাস ব্রত করিবে। গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত মহামারী হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবারজন্য যেমন বাহিরে গৃহাদি পরিষ্কার রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। তেমন অভ্যন্তর চিত্ত পরিস্কারের জন্য মানবগণ স্বস্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। যে-হেতু চিকিৎসকের গবর্ণমেণ্ট "চরক" বলিয়াছেন, "তস্য মূলমধর্ম্মঃ" অর্থ—ভয়ঙ্কর রোগের মূলই অধর্ম্ম। এই অধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অতিরিক্ত পরিমাণে সঞ্চিত হইলে তখন তাহার ফল দর্শে। ইহাই মনু বলিয়াছেন—

"নাধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি॥"

পরে সেই অধার্ম্মিক প্লেগাক্রান্ত রোগীর সংসর্গে ধার্ম্মিকেরও সেই পীড়া হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি?

৩। দিগ্দেশ জনসামান্যং নৃপসামান্যমাত্মনি।
নক্ষত্রগ্রহ সামান্যং নরো ভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভং॥

অতএব উপস্থিত বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষার্থ—এই ভবিষ্যৎ ক্রিয়াগুলী অবলম্বন করা উচিত। যথা—গৃহে ২ গ্রামে ২ নগরে ২ হোম করিবে, দান করিবে, পিতৃপিতামহাদির শ্রাদ্ধ করিবে। কাহারও প্রতি ক্রোধ করিবে না। কাহার ও হিংসা করিবে না, সকলের প্রতি মিত্রতা আচরণ করিবে। কটু বাক্যদ্বারা কাহারও মর্ম্মে পীড়া জন্মাইবে না, অত্যন্ত কলহ করিবে না, অর্থাৎ পূজ্যব্যক্তির অবমাননা করিবে না, গ্রহগণের পূজা করিবে,(৩) এ প্রকার সদনুষ্ঠান করিলে লোকের আত্মায় এমনি এক প্রকার শক্তি জন্মিবে যে তাহাতে দূষিত বায়ু জল প্রভৃতি শুদ্ধ হইয়া স্বাস্থ্যকর হইবে।

---

(৩) ভূদোহানুপবাসাংশ্চ শস্তচৈত্যাভিবন্দনম্।
কুর্য্যাদ্ধোমং তথা দানং শ্রাদ্ধং ক্রোধবিবর্জ্জনম্॥
অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু মৈত্রীং কুর্য্যাচ্চ পণ্ডিতঃ।
বর্জ্জয়েদ্দুষতীং বাচমতিবাদাং স্তথৈব চ।
গ্রহপূজাঞ্চ কুর্ব্বীত সর্ব্বপীড়াসু মানবঃ॥
এবং শাম্যান্ত্যস্ত্যশেষাণি ঘোরানি দ্বিজসত্তম।
প্রযতানাং মনুষ্যানাং গ্রহর্ক্ষোত্থান্যনেকশঃ॥
(মার্কণ্ডেয়)।

এবং হিন্দুগণ প্রত্যেক গৃহে নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে, বিষ্ণুকে তুলসী প্রদান করিবে। হোম ও পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিবে *।

এবং খ্রীষ্টানগণ কায়মনোবাক্যে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে অকপট ভাবে ভগবান্ ঈশ্বরাবতার যীশুকে ও ঈশ্বরকে ভজনা করিবে। নিজের ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে।

এবং মুসলমান্ গণও কায়মনোবাক্যে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে অকপট ভাবে ভগবান্ ঈশ্বরাবতার মহম্মদকে ও ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিবে। নিজের ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিবে।

এ প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা ম্যালেরিয়া কলরা, বিওবনিক্ প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর উৎপাত নিবৃত্ত

"গ্রহযজ্ঞৈঃ শান্তিকৈশ্চ কিং ক্লিশ্যন্তি নরা দ্বিজ।
মহাশান্তিকরঃশ্রীমান্ তুলস্যা পূজিতো হরিঃ॥
উৎপাতান্ দারুনান্ পুংসাং দুর্নিমিত্তাননেকশঃ।
তুলস্যা পূজিতো ভক্ত্যা মহাশান্তিকরো হরিঃ॥ (ব্যাস)
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥৩॥১৪॥ গীতা।

হইবে। যথাকালে মেঘ হইবে, বৃষ্টি করিবে। প্রচুর শস্য হইবে। জন গণ সুস্থ থাকিয়া সুখে বাস্তব্য করিবে।

এ ছাড়া কিছুতেই জগতের সুখ স্বচ্ছন্দের আশাই নাই, ইহা সত্য সত্য সত্য ইতি।

এবং উপস্থিত মহামারী হইতে আত্মরক্ষার্থ হিন্দুগণ অথবা যে কেহ ইচ্ছা করেন স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্র দ্বারা গ্রথন করিয়া অথবা কেবল রুদ্রাক্ষ মালা কণ্ঠে বা বাহুতে ধারণ করিতে পারেন। রুদ্রাক্ষের পারলৌকিক পুণ্যের কথা আমি এস্থলে বলিতেছি না। কিন্তু শারীরিক উপকার সম্বন্ধে ও রুদ্রাক্ষের অশেষ শক্তি। তাই তন্ত্র-শাস্ত্রে ভগবান্ শিব বলিয়াছেন—

"রুদ্রাক্ষস্য চ মাহাত্ম্যং ন বক্তুং শক্যতে ময়া"।

অর্থ—রুদ্রাক্ষের যে কত মাহাত্ম্য তাহা বলিতে আমি সমর্থ নহি। এবং চিকিৎসাশাস্ত্র রাজ নির্ঘণ্টেও আছে।

"রুদ্রাক্ষগুণাঃ অম্লত্বং, উষ্ণত্বং বাতকৃমি-শিরোহর্ত্তি-ভূত-গ্রহ বিষনাশিত্বঞ্চ॥"

অর্থ—অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু, কৃমি শিরঃ-

পীড়া ভূত প্রেতের ভয়, গ্রহদোষ ও বিষ নষ্ট করে ইহাই রুদ্রাক্ষের গুণ ॥

পূর্ব্ববঙ্গে বসন্তের পীড়ার ভয় উপস্থিত হইলে অবশ্যই প্রত্যেকের রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতে হয়, এই নিয়ম আছে। এবং লোক প্রবাদ আছে রুদ্রাক্ষ অঙ্গে থাকিলে পাঁচড়া জন্মে না। অতএব যখন রুদ্রাক্ষের এরূপ গুণ প্রসিদ্ধ, ও বিষনাশের ক্ষমতা আছে, তখন প্লেগাদি রোগেও অবশ্যই ইহার উপকারিতা থাকিবে, তাহার সন্দেহকি।

এবং তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত "ত্রিলৌহী মুদ্রা" ধারণ করিলেও বোধ হয় প্লেগরূপবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।

তন্ত্র শাস্ত্রে শিব বলিয়াছেন—ত্রিলৌহী মুদ্রা ধারণে শত্রু দমন হয়, এবং রোগমাত্র, বিশেষতঃ বিষ ও জ্বর নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। এবং সর্প দস্যু ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু হইতে ভয় থাকে না। যথা—

"ইয়ং মুদ্রা ক্ষুদ্র-রোগ-বিষ-জ্বরবিনাশিনী।
ব্যাল-চৌরমৃগাদিভ্যো রক্ষাং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ ॥"

ত্রিলৌহী মুদ্রা যথা—*

সুবর্ণ—২৫ রত্তি। রজত—১৬ রত্তি। তাম্র—১০ রত্তি। প্রথমতঃ সুবর্ণ, রজত, ও তাম্রকে যতদূর সম্ভব পোড়াইয়া বিশুদ্ধ করিবে, পরে উক্ত পরিমাণে পৃথক্‌রূপে তার প্রস্তুত করিয়া ত্রিগুণ রজ্জুর মত অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিবে। পরে শাস্ত্রানুসারে হোমের ঘৃতে ১০০৮ বার সিক্ত করিলে সেই অঙ্গুরীর কথিত ফল প্রদানে শক্তি বৃদ্ধি হইবে, পশ্চাৎ ধারণ করিবে। সুবর্ণে সূর্য্যের

---

* সোমসূর্য্যাগ্নিরূপাঃ স্যুর্ব্বর্ণা লৌহত্রয়ং তথা।
রৌপ্যমিন্দুঃ স্মৃতো হেম সূর্য্য স্তাম্রো হুতাশনঃ॥
লৌহভাগাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ স্বরাদ্যক্ষরসংখ্যয়া।
তৈর্লৌহৈঃ কারয়েন্মুদ্রামসঙ্কলিতসঙ্গতাম্॥
এষু স্বরাঃ স্মৃতাঃ সৌম্যাঃ স্পর্শাঃ সৌরাঃ শুভোদয়াঃ।
আগ্নেয়া ব্যাপকাঃ সর্ব্বে সোমসূর্য্যাগ্নিদেবতাঃ॥
স্বরাঃ ষোড়শ (১৬) বিখ্যাতাঃ স্পর্শাস্তে পঞ্চবিংশতিঃ (২৫)
ব্যাপকা দশ (১০) তে কাম-ধন-ধর্ম্ম প্রদায়িনঃ॥
সাষ্টং সহস্রং (১০০৮) সংজপ্য স্পৃষ্ট্বা তাং জুহুয়াত্ততঃ।
তস্যাং সম্পাতয়েন্মন্ত্রী সর্পিষা পূর্ব্বসংখ্যয়া॥
নিঃক্ষিপ্য কুম্ভে তাংমমুদ্রামভিষেকোক্ত বর্ত্মনা।
আবাহ্য পূজয়েদ্দেবীমুপচারৈর্ব্বিধানতঃ॥

ক্ষমতা, রজতে চন্দ্রের, ও তাম্রে অগ্নির শক্তি আছে, ইহার বিশেষ বিবধান "কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে জানিবে"।

জ্যোতিষের মতে মহামারীর কারণ।

যথা জ্যোতিস্তত্ত্বে।

যাবন্মার্ত্তণ্ডসূনুর্গবি ধনুষি ঝসে মন্মথে বাস্তি কন্যাং
তাবদ্দুর্ভিক্ষপীড়া ভবতি চ মরকং সংশয়ং যান্তি লোকাঃ
হাহা কারা তথোর্ব্বী মনুজভয়করী ফেরুরাবৈশ্চ ভীমৈঃ
শূন্যগ্রামা ভবেয়ুর্নপতি রহিতা ভূরিকঙ্কালমালাঃ॥

অপি চ।

বক্রং করোতি রবিজো ধরণীসূতো বা
মূলর্ক্ষ-হস্ত মঘ-রেবতি মৈত্রভেষু।
ছত্রোপভঙ্গপতনানি চ সৈনিকানাম্
সর্ব্বত্র লোকমরণং জলধৌতদেশঃ॥

অর্থ—শনিগ্রহ যতদিন বৃষ, ধনু, মীন, মিথুন, অথবা কন্যা রাশিতে থাকেন। ততদিন দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে লোকের প্রাণ সংশয় হইবে। চতুর্দ্দিগে লোকের হাহাকার রবে ও ভীষণ শৃগালের কোলাহলে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইবে। এবং

সংপূর্ণ অরাজকতা হইবে, মানবরহিত গ্রাম সকল নরকঙ্কাল মালায় পরিবৃত হইবে।

আরও বলি—

যথন শনি ও মঙ্গল গ্রহ বক্রী হইয়া মূলা, হস্তা, মঘা, রেবতী, অথবা অনুরাধা নক্ষত্রে গমন করে। তখন সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে ও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এবং সকল দেশে মহামারী হইবে ও জলপ্লাবনে দেশ ভাষিয়া যাইবে।

জ্যোতিষের মতে দুর্ভিক্ষের কারণ।

যথা জ্যোতিস্তত্ত্বে।

রবৌ শনৌ কুজে বারে পৌষে দর্শো ভবেদ্ যদি।
তদা ধান্যস্য মূল্যং স্যাদেক-দ্বি-ত্রি-গুণক্রমাৎ॥
দর্শে পৌষস্য রাত্রৌ চেৎ জ্যেষ্ঠামূলা জলানি চ।
ক্রমান্মূল্য বিবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ধান্যানাং বৎসরে তদা॥

অর্থ—রবি, শনি, অথবা মঙ্গলবারে যদি পৌষ মাসের অমাবস্যা তিথি হয়। তবে সে বৎসরে একগুণ, দুইগুণ ও তিনগুণ যাবৎ ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবে।

এবং যে বৎসর পৌষমাসের অমাবস্যা তিথিতে রাত্রিকালে জ্যেষ্ঠা, মূলা, ও শতভিষা নক্ষত্র হয়, তবে সেই বৎসরে উত্তরোত্তর ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবে। এরূপ ঘটনা প্রায় ৪।৫ বৎসর হইতেই ঘটিতেছে।
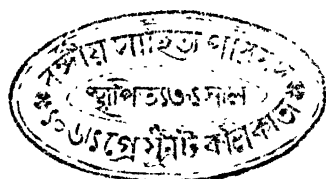
সংসর্গ-শক্তি।

আমরা বিদেশীয়শিক্ষা-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম, মনে হইত ইংরাজী বিদ্যাই বিদ্যাসমূহের শীর্ষস্থানীয়, ভাবিতাম আর্য্যশাস্ত্র স্থূলদর্শীদিগেরই প্ররোচনার নিমিত্ত হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার মূলমন্ত্র, ও অন্ধবিশ্বাসের আদি বীজ।

আমরা মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতাম না, লজ্জিত হইতাম না, বলিতাম—আর্য্যশাস্ত্র কৃষি-জীবি চাষার গান, সেই আর্য্যশাস্ত্রে যে কিছু সারগর্ভ জ্ঞানপূর্ণ কথা পাওয়া যায় তাহা আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত, যে হেতু চাষার মস্তিষ্ক হইতে ওরূপ উচ্চ স্তরের জ্ঞান বিকাশ কখনই হইতে পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি। ফল কথা ওরূপ বলিবার ও মানিবার কারণও যথেষ্টই ছিল, কেন না আমরা নিজে চঞ্চলপ্রকৃতি, কিছুতেই আমাদের প্রগাঢ় ধারণা নাই, বিচার শক্তি নাই, কেবল বিদেশীয়দের বাহিরের ভাব পরিচ্ছদ ও তাহাদের কৃত অনুবাদ প্রিয়তা আছে। বিদেশীয়ের মুখ হইতে ধ্বনি উঠিল আর্য্যশাস্ত্র কিছু না, অমনি আমরা সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করিলাম "আর্য্যশাস্ত্র কিছু

না কিছু না” আবার বিদেশীয় শব্দ করিল হুঁা, অমনি আমরা প্রতিশব্দ করিলাম হুঁা হুঁা হুঁা, এরূপে বিদেশীয়েরা আমাদিগের মধ্যে গুটিকতক নব্য শিক্ষিতকে নাচাইয়া আমাদের শিক্ষার পরিচয় লইয়াছে। কিন্তু বিদেশীয়েরা প্রায় অবিকৃতই আছেন।

যাহা হউক আজকাল সেই স্রোত অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছে, সংপ্রতি আমাদের অনেকের মনেই আর্য্যশাস্ত্রের অনেকাংশ উৎকৃষ্ট ও বিজ্ঞান পূর্ণ বলিয়া ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে, এ হেতু অদ্যকার প্রবন্ধে আমরা “সংসর্গশক্তি” লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংসর্গশক্তি বুঝাইবার পূর্ব্বে পাঠক মণ্ডলীকে একটী প্রাচীন প্রসঙ্গ বলিতেছি—

কোন এক পথিক প্রান্তরে প্রবল বাত্যা ও ঝটিকায় উৎপীড়িত হইয়া লোকালয়ের অনুসন্ধান করিতে ছিল। পথের অনতিদূরে এক গৃহস্থের গৃহ দর্শন করিয়া প্রাণ রক্ষার্থ তথায় উপস্থিত হইল। দেখিল বাহিরের ঘরে কেহ নাই। ঘরের বস্তুসামগ্রী দেখিয়া বুঝিল উহা চর্ম্মকারের গৃহ।

অগত্যা তাহাতেই প্রবেশ করিল। গৃহকোণে পিঞ্জরে একটী শুকপক্ষী ছিল, পক্ষীটী পথিককে দেখিবামাত্র চক্ষু আরক্ত করিয়া বলিতে লাগিল "কেরে শালা তুই? বেরূহ, শালা তুই চোর, বেরূহ" এইপ্রকার কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া পথিক তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অনতিদূরে আর একখানি পর্ণ কুটীর দেখিতে পাইয়া যেই তাহার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল, তখনি পথিক শুনিতে পাইল "আহা মহাশয়! আশুন আশুন, আপনার বড় ক্লেশ হইয়াছে, এই কম্বলাসনে আপনি উপবেশন করুণ, আহা কতই কষ্ট পাইয়াছেন।

পথিক সেই অমৃতায়মান বচন, শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। এবং দেখিল আর একটী শুকপক্ষী পথিককে মৃদু সম্ভাষণ করিতেছে।

পথিক তদ্দর্শনে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ওহে পক্ষিন্! আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, দেখিতেছি তোমাদের দুইটীরই এক আকৃতি। কিন্তু সেই চর্ম্মকারের গৃহস্থিত পক্ষীই বা আমাকে কেন তিরস্কার করিল? আর

তুমিই বা কেন কোমল সম্ভাষণে আমাকে অমৃ-তাভিষিক্ত করিতেছ, ইহার কারণ কি ?

তখন শুক পথিকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য দক্ষিণ চরণ উন্নত করিয়া সংস্কৃতবাক্যে কহিল—

"মাতাপ্যেকা পিতাপ্যেকো
মম তস্য চ পক্ষিণঃ।
অহং মুনিভিরানীতঃ
স চ নীতো গবাশনৈঃ॥
অহং মুনীনাং বচনং শৃণোমি
গবাশনানাং স শৃণোতি বাক্যম্।
ন তস্য দোষো ন চ মে গুণো বা
সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি॥"

অর্থ—(হে পথিক !) আমার ও সেই চর্ম্ম-কার গৃহস্থিত পক্ষীর মাতা ও পিতা একই (কিন্তু দৈব প্রযুক্ত) আমাকে মুনিরা আনিয়াছিলেন, এবং তাহাকে চর্ম্মকারেরা নিয়াছিল। এদিকে আমি অহর্নিশি মুনিগণের বচন শ্রবণ করিয়া থাকি। সে

কিন্তু চর্ম্মকারের কথাই শুনিয়া থাকে। ইহাতে আপনি আমারও গুণ মনে করিবেন না। এবং সেই পক্ষীটীরও দোষ মনে করিবেন না। কেন না দোষ ও গুণ যাহার যেমন সংসর্গ তদনুরূপই হইয়া থাকে।

কবি এই আখ্যায়িকার দ্বারা এই তাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করিলেন, যে সংসর্গের এমনই শক্তি, মনুষ্যের ত কথাই নাই, কিন্তু সংসর্গ জনিত দোষ এবং গুণ পশু পক্ষীতে পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া থাকে।

এ কথা স্বতঃই মনে উঠিতে পারে যে সংসর্গের আবার দোষই কি? গুণই কি? কেনই বা সংসর্গ দ্বারা গুণ বা দোষের উপচয় বা অপচয় হইবে? এ বিষয়টী বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলে প্রথমতঃ "সংসর্গটী" কি বস্তু ভাবিয়া দেখিতে হয়।

এই প্রবন্ধে আমরা সংসর্গ শব্দের অর্থ, শক্তি, গুণ, দোষ, ও প্রকার যাহা বুঝিয়াছি তাহাই, বুঝাইতে উদ্যুক্ত হইতেছি।

"সংসর্গ" অর্থ—সম্বন্ধ-সংস্রব। সেই সংসর্গ

দুই প্রকার শারীরিক ও মানসিক। তাহাও আবার স্থানবিশেষে বিষয়বিশেষে অনেক প্রকার, যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পরম্পরা, দূরত্ব, নিকটত্ব, প্রতিকূলত্ব, ও অনুকুলত্ব ইত্যাদি।

যেমন অগ্নি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া কাষ্ঠ ভস্ম করে, সূর্য্য রশ্মিসংযোগে পদ্ম বিকশিত করে। শাস্ত্রকারগণ পাপীর ও পাপের সংসর্গ মনে মনে করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। চণ্ডা-লের ছায়া স্পর্শও করিবে না, পাষণ্ডের সহিত আলাপও করিবে না, ধর্ম্মধ্বজী ও বৈড়ালব্রতীকে পনার্থ জল পর্য্যন্ত দিবে না, দিলে পাপী হইবে, যথা মনু ৪। ১৯২।

"ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজ।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে না বেদবিদি ধর্ম্মবিৎ॥"

কি ভয়ঙ্কর কথা? কি রোমহর্ষণ ব্যাপার? পিপাসু ধর্ম্মধ্বজীকে জল পর্য্যন্ত দিবে না? ইহা কি উন্মত্ত প্রলপিত বা নৃশংসের দুর্ব্বাক্য নয়? আপাততঃ তাহাই বোধ হয় বটে, কিন্তু দেখা

যাউক ইহার অন্তর্নিহিত কিছু রহস্য আছে কি না? অদ্য তাহারই বিচার করিব।

অনেক শাস্ত্রে ও অনেক দেশে সাধু সংসর্গের কর্ত্ত প্রশংসা আছে, এবং সৎসংসর্গ করিবার বিধিও যথেষ্ট আছে, অনেকে তাহা করিয়াও থাকেন। মনে ভাবুন এইমাত্র আপনি কোনও মহাত্মা সাধু সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন আপনার মনে অতর্কণীয় ভাবে বিনয় আর্জব, সত্যবাদিতা ও দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ অবশ্যই উপস্থিত হইবে, এবং সেই হৃদয়-স্থিত বিনয়াদির চিহ্ন কৃতাঞ্জলি প্রভৃতি শরীরেও জন্মিবে। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আবার তথা হইতে আপনি যেই স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন তখন আপনি সেই বিনয় দয়া ও শিষ্টতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল হারাইতে লাগিলেন, সাধুর সাক্ষাতে যে বিনয়াদির তরঙ্গ উঠিয়া ছিল, পথে আসিতে আসিতে সেই তরঙ্গ ক্রমে ক্রমে ছোট হইতে লাগিল, অবশেষে এককালে মিলিয়া গেল।

কেন এমন হয়? তাহা আপনি আর উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, তবে কি না

মোটামুটি বুঝা গেল, সৎসংসর্গেরই ঐরূপ মহিমা। এ প্রবন্ধে একটুকু ভাঙ্গিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

জগতে যাহা কিছু দেখা যায় তৎ সমুদায়ই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণে উৎপন্ন, সত্ত্বের ধর্ম্ম—সুখ, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও প্রকাশাদি সদ্‌গুণ, রজোগুণের ধর্ম্ম,—দুঃখ, লোভ, কার্য্যোদ্যম প্রভৃতি, তমোগুণের ধর্ম্ম—অজ্ঞান, আলস্য, নিদ্রা, ও জড়তা প্রভৃতি। আবার সুখ দুঃখ ও অজ্ঞান প্রভৃতিও সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক রূপে তিন তিন প্রকার বিভাগ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক বিধায় লিখিব না।

সেই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের ইহাও স্বভাব যে একে অপরকে দমন করিয়া নিজে বড় হয়।

যথা সাংখ্যকারিকা ১২।

"পরস্পরাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ"

যখন যাহার সত্ত্বগুণ রজ ও তমকে অভিভূত করে, তখন সে ব্যক্তি শান্ত সুখী ও সাধুরূপে পরিণত হয়। এবং যখন যাহার রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে, তখন সে

ব্যক্তি ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন তাহার শরীরে দয়া বিনয় ও হিতাহিত বোধ কিছু থাকে না। আর যখন তমোগুণ উচ্ছলিত হইয়া সত্ত্ব ও রজোগুণকে দমন করিয়া ফেলে, তখন সে ব্যক্তি অজ্ঞান অলস বা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, এমন কি জড় প্রস্তরখণ্ডের মত হইয়া পড়ে, তখন তাহার এক অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেও সে টের পায় না।

কেন একগুণ উত্তেজিত হইয়া অপর গুণকে পরাভূত করে, এখন ইহাই বুঝান যাক। কেনই বা এক গুণ বলবান্ হয়? কেনই বা অপর গুণ কমিয়া যায়? তাহার কারণ নানারূপ বস্তুর সংসর্গ। যেমন কোনও পথিক প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া দুঃখ অনুভব করিতেছিল, এমন সময়ে সে শীতল জলে অবগাহন করিল, শর্করা মিশ্রিত সুশীতল জল পান করিল, তরুতলে শীতল সমীরণ সেবন করিল, তখন সেই জলপান ও সমীরণের স্পর্শাদি সংসর্গে শরীরে সত্ত্ব উদ্রিক্ত হইল, এবং রজঃ ও তমঃ অপনীত হইল সুতরাং পথিকও সুখী হইল।

এইরূপ মনে কর, কোন একটী প্রকৃতিস্থ লোক মদ খাইল, আবার খাইল, কিছুক্ষণ পরে নেশা হইল, জলে স্থল ও স্থলে জল দেখিতে পাইল, ভাইকে শালা শালাকে বাবা বলিল, হাসিল, কাঁদিল, বমি করিল, তাহা খাইল, তাকিয়া ছিঁড়িল, তূল উড়াইল, কতই করিল। তখন সুরাদেবীর পানসংসর্গে তাহার সত্ত্বগুণ অপহৃত হইয়াছিল এবং রজঃ ও তমঃ প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। কাজেই প্রকৃতি হারাইয়া নানারূপে অসুখী বা বিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

আবার সেইরূপ কোন দুষ্টব্রণরোগীকে কোলরাফ্রম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া যদি কাটিয়া ছিড়িয়া বা পোড়াইয়া দেওয়া যায়, তখন সেই রোগীর কোলরাফ্রমের আত্রাণ সংসর্গে সত্ত্ব ও রজোগুণ প্রায় বিলুপ্ত হওয়ায়, এবং জ্ঞান মাত্রও থাকে না বলিয়া দুঃখানুভব করিতে পারে না, কারণ তখন সে ঘোরতর তমসাবৃত হইয়া পড়ে।

রৌদ্রপ্রতপ্ত, মদ্যপায়ী ও ব্রণরোগীর অবস্থা যেমন স্পষ্টরূপে দেখা যায়, সৎসংসর্গ বা অসৎ সংসর্গের কার্য্য তেমন দেখা যায় না, কিন্তু তাহা

ক্রমে ক্রমে শনৈঃ শনৈঃ পরিস্ফুট হইয়া কালে প্রত্যক্ষপথে উপস্থিত হয়।

যাহারা রজোগুণ প্রবল প্রকৃতিদুর্জন, লম্পট, হিংস্রক; তাহাদিগের মধ্যে যদি এক জন সাধু চুপ করিয়াও বসিয়া থাকে, তবুও সেই সকল অসতের শরীর হইতে দৌর্জ্জন্য লাম্পট্য ও হিংসা-বৃত্তি প্রভৃতি দোষরাশি ক্রমশঃ প্রসৃত হইয়া সেই সাধুর শরীরে একটু একটু করিয়া প্রবিষ্ট হইতে থাকে, তখন কিছুদিন পরে তাহার সাধু বৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইয়া যাইবে। এবং চিত্তে কুভাব কুচিন্তা উদিত হইবে। কেন না অসতের সহিত একস্থানে উপবেশন রূপ সংসর্গের স্রোতে অসদ্বৃত্তি সকল সাধুর শরীরে সংক্রামিত হইয়াছিল, এই হেতু। কিছুদিন এরূপ সংসর্গ গাঢ়তর হইলে তখন সাধু আর সাধু থাকিবে না, অসাধু হইয়া পড়িবে। এই জন্যই অসতের সংসর্গ নিষিদ্ধ। ইহা বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন যথা—প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে পতিত সংসর্গ প্রকরণে।

"একশয্যাশনং পঙক্তির্ভাণ্ডপক্কান্নমিশ্রণম্।
যাজনাধ্যাপনং যোনিস্তথা চ সহ ভোজনম্।
নবধা সঙ্করঃ প্রোক্তো ন কর্ত্তব্যোঽধমৈঃ সহ॥"

অর্থ—একাসনে উপবেশন, এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন, পাকপাত্র মিশ্রণ, ও পক্কান্ন মিশ্রণ, এই পাচটী লঘুসংসর্গ, এবং যাজন, অধ্যাপন, পতিত স্ত্রী অথবা পতিত পুরুষ সম্ভোগ, পতিত কন্যা বিবাহ, বা পতিত বরের সহিত কন্যার বিবাহ, নিজের বা পরের অন্ন একপাত্রে একত্র ভোজন, এই যাজনাদি চারি প্রকার গুরুতর সংসর্গ; উক্ত নববিধ সংসর্গ পতিতের সহিত করিবে না।

মহর্ষি পরাশর বলেন—

"আসনাচ্ছয়নাদ্‌যানাৎ ভাষণাৎ সহ ভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥"

অর্থ—যেমন তৈলবিন্দু জলে ফেলিবা মাত্র ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ একের শরীর হইতে পাপ বৃত্তি সকল একসঙ্গে উপবেশন, যাজন, গমন এবং পরস্পর আলাপ ও একত্র ভোজন রূপ সংসর্গে অপরে শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

মহর্ষি দেবল বলেন—

"সংলাপস্পর্শনিঃশ্বাস সহশয্যাসনাশনাৎ।
রাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্॥"

অর্থ—পরস্পর আলাপ, স্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র

শয়ন, একত্র উপবেশন, একত্র আহার, যাজন, অধ্যাপন, ও যোনিসম্বন্ধে এক শরীর হইতে অপর শরীরে পাপ সংক্রামিত হয়।

এইজন্যই প্রাচীনেরা অন্ত্যজাদি স্পর্শ করিতেন না, এবং অপরের নিশ্বাস বা হাঁচি গায় ঠেকিলে দোষ মনে করিতেন।

ওলাউঠা রোগীর নিশ্বাসের সহিত পাকাশয় হইতে ওলাউঠার সূক্ষ্ম বীজ সমস্ত বাহির হইয়া অপরের শরীরের উষ্মা বা প্রশ্বাসের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া রোগ জন্মায়, এজন্য ওলাউঠা প্রভৃতি কতকগুলি রোগ সংক্রামক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন—কুষ্ঠ, সন্নিপাত জ্বর, শোষ, নেত্রাভিস্যন্দ, এবং ঔপসর্গিক—অর্থাৎ উৎপাদিজনিত মরক যেমন বসন্ত, ওলাউঠা, ও বিউবোণিক্ প্রভৃতি রোগ সংক্রামক। যথা নিদানস্থানে ৫মাধ্যায়ে।

"প্রসঙ্গাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥"

কিন্তু রোগাদি স্থূল বিষয় গুলি অনুভব করা যায়, আর সংক্রামক কুবৃত্তি বা কুভাব সকল স্ফুটবেদ্য নহে, পরন্তু প্রণিধান করিয়া বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই অনেকটা বুঝা যায়।

মহর্ষি ছাগলেয় বলেন—

"আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাধ্যায়াৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্॥"

অর্থ—আলাপ, দেহস্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র ভোজন একত্র শয়ন ও অধ্যয়ন সংসর্গে পাপ বৃত্তি গুলি অপর ব্যক্তিতে সংক্রান্ত হয়।

শরীর তত্ত্ববিৎ হারীত ঋষি বলেন—

"হন্যাদশুদ্ধঃ শুদ্ধন্তু শুদ্ধোঽশুদ্ধন্তু শোধয়েৎ।
অশুদ্ধশ্চ তমোভূতঃ শুদ্ধবাসেন শুধ্যতি॥"

অর্থ—পাপী পুণ্যাত্মাকে অভিভূত করিতে পারে, অর্থাৎ পাপীর পাপবৃত্তি গুলি তাহাতে সংক্রান্ত হওয়ায় সে আর পুণ্যাত্মা পুরুষ থাকে না, পাপী হইয়া উঠে। যেহেতু "সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তি"।

কিন্তু যিনি অত্যন্ত পুণ্যাত্মা অর্থাৎ যাঁহার সত্ত্ব গুণ এত উদ্রিক্ত যে শত শত পাপীর দেহ

হইতে বিচ্ছুরিত পাপরাশিও তাঁহার সত্ত্বাগ্নিতে তৃণের মত পুড়িয়া যায়, সেই পুণ্যাত্মা শত শত পাপীকে শোধন করিতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহার শরীর হইতে সদ্‌বৃত্তি গুলি প্রসৃত হইয়া পাপীর শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তজ্জন্য পাপীর পাপবৃত্তি সমূহ তিরোভূত হইয়া যায়। তখন মলিনাত্মা পাপীও শুদ্ধের সংস্রবে বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু এক দিন কি দুই দিনে সংসর্গের শক্তি বিকাশ পায় না, দীর্ঘ-কালেই তাহা জাগিয়া উঠে।

অতএব বৌধায়ন প্রভৃতি ঋষিরা বলেন—

"সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।"

অর্থ—পতিত ব্যক্তির সহিত এক বৎসর কাল একত্র ভোজনাদি সংসর্গ করিলে, শুদ্ধও পতিত হয়। তন্মধ্যে লঘু গুরু সংসর্গের প্রভেদানুসারে নানা প্রকার তারতম্যের উপদেশ আছে। তন্ত্র-শাস্ত্রে কথিত আছে,—

"রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপঞ্চ ভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥"

অর্থ—মন্ত্রিকৃত পাপ রাজাতে, পত্নীর পাপ স্বামীতে, ও শিষ্যের পাপ গুরুতে সংক্রান্ত হয়।

অধিক কি বলিব, যদি ভোজন সময় এক পঙ্‌ক্তিতে একজন পাপী উপবেশন করে, তবে তাহার মানসিক ও শারীরিক পাপবৃত্তিগুলি অপরের সম্মুখস্থ অন্নেতে সংক্রান্ত হয়, আবার সেই অন্ন যে ভোজন করে তাহাতেও ঐ সকল পাপবৃত্তি প্রবিষ্ট হয়, অতএব সমস্ত পঙ্‌ক্তিকে দূষিত করে বলিয়া সেই পাপী ব্রাহ্মণকে "পঙ্‌ক্তি দূষক" কহে। সেই পংক্তি দূষক ব্রাহ্মণ কে কে, তাহা মনু সংহিতার তৃতীয় অধ্যায় ১৫২—১৬৭ শ্লোকে ৯৩ তিরনব্বই প্রকারে নির্ণয় করা হইয়াছে।

চিকিৎসাব্যবসায়ী, দেবল, মাংসবিক্রয়ী ইত্যাদি ব্রাহ্মণ অতি নিকৃষ্ট, এমন কি উহারা এক পঙ্‌ক্তিতে বসিবার উপযুক্ত নহে, শাস্ত্রকারেরা এইরূপ বলিয়াছেন।

কিন্তু গৃহস্থ সমাজে ওরূপ ভাবে ভোজন না করা অপরিহার্য্য, অতএব উক্ত প্রকারে পাপ সংক্রমণের ভয়েই ভোজনের সময় নিজের নিজের চারিধারে ছাই খড় অথবা জলদ্বারা বেষ্টন করিয়া পঙ্‌ক্তি ভেদ করিয়া আহার করিবে। তাহাতে দোষ স্পর্শিবে না।

ইহাই আহ্নিক আচার-তত্ত্বে ব্যাসদেব বলেন—

"অপ্যেকপঙ্‌ক্তৌ নাশ্নীয়াৎ সংবৃতঃ স্বজনৈরপি।
কো হি জানাতি কিং কস্য প্রচ্ছন্নং পাতকং মহৎ॥
ভস্ম-স্তম্ব-জলদ্বারমার্গৈঃ পঙ্‌ক্তিঞ্চ ভেদয়েৎ॥" ইতি

অর্থ—নিজের বন্ধুবান্ধবের সহিতও পরিবৃত হইয়া এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আহার করা উচিত নয়। কেন না কার শরীরে কি কি পাপ প্রচ্ছন্ন-ভাবে রহিয়াছে তাহা কে জানে? সেই সেই পাপ বৃত্তি সংক্রমণের বাধার নিমিত্ত ভস্ম, খড়, অথবা জল দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক পঙ্‌ক্তি ভেদ করিবে।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, সকলেরই শরী-রের তেজঃ পদার্থ, উষ্মা, বা উত্তাপরূপে অনবরত ইতস্তত বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, সেই তেজ তেজেতেই সমধিক আকৃষ্ট হয়, তেজের অসম্পর্কিত কাঁচা ফল মূলাদিতে প্রবিষ্ট হয় না। সুতরাং অগ্নি জল ও লবণাদি সংযুক্ত অন্নাদিতে পাপীর কায়িক তেজ অপেক্ষাকৃত সহজে সংক্রামিত হয়। কিন্তু মধ্যে যদি ছাই, খড়, বা জল বেষ্টিত থাকে, তবে সেই উষ্মা ছাই খড় বা জলে লাগিয়া ধাক্কা পাইয়া ফিরিয়া যায়, আর অন্নে বা ভোক্তার

শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ছাই খড় ও জল যে তাড়িতের প্রতিরোধক ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন।

সংক্রামক রোগ ও পাপবৃত্তি যেমন একজনের শরীর হইতে অপর শরীরে সংক্রান্ত হয়, সেরূপ আলাপ ও গাত্রস্পর্শাদি সংসর্গে পুণ্যবৃত্তিও সংক্রান্ত হয়।

আবার সেই সেই কারণে অর্থাৎ আলাপ গাত্র স্পর্শ ও একত্র ভোজনাদি কারণে সতের শরীর হইতেও অসতের শরীরে দয়া প্রভৃতি সদ্-গুণ বিস্তারিত হয়। এইজন্যই সৎসংসর্গের এত মর্য্যাদা।

এ সম্বন্ধে হারীত বলেন—

"হন্যাদশুদ্ধঃ শুদ্ধন্তু শুদ্ধোঽশুদ্ধস্তু শোধয়েৎ।
অশুদ্ধস্তু তমোভূতঃ শুদ্ধবাসেন শুধ্যতি॥"

অর্থ—অশুচি ব্যক্তি শুচিব্যক্তির শুচিভাব বিনষ্ট করিতে পারে। এবং শুচিব্যক্তিও অশুচি ব্যক্তির চিত্তের কলুষ দূর করিতে পারে, যেহেতু অশুচি ব্যক্তি তমোগুণে অভিভূত হই-লেও যাহার শরীরে অতিশয় সৎপ্রবৃত্তি উচ্ছলিত

থাকে, সেই শুদ্ধ ব্যক্তির সহবাসে শুদ্ধ হইবে। ফল কথা, যাহাদের তীব্র পরিমাণে সত্ত্বশক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহারা পাপীর সহিত মাথামাখি করিলেও তাহাদের সেই প্রদীপ্ত সত্ত্বানল নির্ব্বাপিত হয় না, বরং সেই সত্ত্বানলের সংসর্গে পাপীদিগের পাপবৃত্তি সকল পুড়িয়া যায়। অধিক কি বলিব?

একটীমাত্র সেই প্রকার সাত্ত্বিক পুরুষ আহারের সময় যদি এক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করেন, তাহা হইলে সমস্ত পঙ্‌ক্তি শুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ সেই সাত্ত্বিক পুরুষের শারীরিক তেজঃপ্রবাহে বলীয়ান সাধুবৃত্তিসকল প্রসৃত হইয়া প্রথমে অন্নে, তৎপরে ভোক্তৃবর্গের শরীরে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, কাজে কাজেই অপরাপর তৎসংসৃষ্ট লোকের মন পবিত্র হইবে তাহার বৈচিত্র্য কি? এ হেতুতেই সত্ত্ব-বহুল সাধুকে শাস্ত্রকারেরা "পঙ্‌ক্তি পাবন" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যথা পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে ৩৫ অধ্যায়ে ১—১৩ শ্লোকে।

"ইমে হি মনুজশ্রেষ্ঠ! বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
বিদ্যাবেদব্রতস্নাতা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্ব এব হি॥

অর্থ—হে রাজন্! যে যে ব্রাহ্মণেরা বিদ্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রতাদিনিয়ম ও যথাবিধি স্নান ক্রিয়ায় তৎপর তাহারাই 'পঙ্‌ক্তি পাবন'। এবং যাহারা সদাচার পূর্ব্বক মাতাপিতার বশবর্ত্তী, শ্রোত্রিয়, ঋতু কালে স্বদারসেবী সত্যবাদী ও ধর্ম্মশীল, তাহাদির্গকেই পঙ্‌ক্তি পাবন বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত মুনি বচন দ্বারা বেশ বুঝাযায় সতের সংসর্গে অসৎ ও সৎ হয়। এবং অসতের সংসর্গে সৎ ও অসৎ হয়। এমন কি তাহাদের পরস্পরের শরীরের উপাদানই ক্রমশঃ বদলাইয়া যায়।

মানবের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি নানা কারণেই পরিবর্ত্তিত হয়। তন্মধ্যে কালও অপর একটী কারণ, যৌবনে যাহারা দুর্ব্বৃত্ত ছিল, তাহারা বার্দ্ধক্যে সাধু হইতে দেখা যায়। সেইরূপ সদাচার তীর্থ দর্শন দেবদ্বিজে ভক্তি, পিতৃ মাতৃ সেবা, ইত্যাদি কারণেও সদ্বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠে, এবং অসদ্বৃত্তি কমিয়া যায়। আর শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, এবং গোমূত্রাদি পানেও পাপবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, সদ্বৃত্তির উদ্ভব হয়। কেন না ক্রিয়া শক্তি ও দ্রব্যশক্তির মহিমায় পাপীর অভ্যন্তরীণ

রজস্তমের মাত্রা কমিয়া যায়, তখন কাজেই পাপীর আর পাপ থাকে না, এ বিষয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রমাণ যুক্তি ও দৃষ্টান্ত পাওরা যায়, প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে অল্পই উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা মনু—

"খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথাদানেন চাপদি ॥"

অর্থ—পাপ করিয়া যদি বলিয়া বেড়ায় যে আমি অমুক অমুক পাপ করিয়াছি, অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন-ভাবে পাপ সংস্কারগুলি আত্মাতে না লুকাইয়া রাখে, তবে তাহার আত্মার কলুষ উঠিয়া যায়। এবং অনুতাপ—অর্থাৎ হায় আমি কত কুকর্ম্মই করিয়াছি, এরূপ শোকে যদি নিরন্তর দাহ্যমান হয়, তবে তাহার আর পাপ থাকে না। এবং জপ তপস্যা বেদাদিসৎশাস্ত্র অধ্যয়ন, ও দানাদিদ্বারা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। এবং প্রণায়াম দেবতাধ্যান, দান, হোম, গায়ত্রীজপ, জলেবাস, কুশোদকপান, পঞ্চগব্যপান, গোমূত্রপান, যাবক-পান ইত্যাদি বহুবিধ কারণেই পাপীর পাপ নষ্ট

হয়, এবং সেই পাপী পরে মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় পুনঃ নিষ্পাপ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

উক্ত সংসর্গাদি জনিত পাপ বা পুণ্য পঞ্চ বর্ষ বয়স্ক বালকের শরীরে স্থান পায় না, যে হেতু তদবস্থায় তাহাদের আত্মা ও শরীর সম্যক্ রূপে পরিস্ফুট হয় না, অনেকাংশেই জড় থাকে। যেমন জল ও খড়ে তাড়িত প্রবিষ্ট হয় না, সেরূপ শিশু-শরীরেও সংসর্গাদিজনিত তাড়িত সহচর পাপবৃত্তি বা পূণ্যবৃত্তি সংক্রামিত হইতে পারে না।

অতএব পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছিল বৈড়াল ব্রতীকে জলও দিবে না, তাহার অভিপ্রায় এই। বাস্তবিক জল দিলেই যে অমনি পাপ আসিয়া ধরিবে তাহা নহে, পরন্তু পাপীর সহিত জল-প্রদানরূপ কার্য্যের মত সামান্য ভাবেও সংসর্গ করিবে না, তাহা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ, এইমাত্র তাৎ-পর্য্য। সামান্য সংসর্গ হইতেই বৃহৎ সংসর্গও হইতে পারে।

অধিক কি লিখিব হারীত সংহিতায় লিখিত আছে। যথা—

"অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজঃ।

তং দেশং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ ॥

অর্থ—যে দেশে ব্রাহ্মণেরা ব্রতাদিনিয়ম ও পড়াশুনা ছাড়িয়া কেবল ভিক্ষা করিয়াই বেড়ায়, তদ্দেশস্থ লোককে রাজা দণ্ড করিবেন, যে হেতু সে সকল লোকেরা চোরের ভাত যোগায়। এই সমস্ত বিষয় অনুভব করিয়া স্বধর্ম্মত্যক্তপাপি-ব্রাহ্মণদিগের ভিক্ষাদানরূপ সংসর্গ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন। উক্ত সংসর্গশক্তি অতি প্রণিধানগম্য, লিপিমুখে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ বুঝান যাইতে পারে না, এবং অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে, অতএব এ স্থলেই লেখনী স্থগিত করিলাম। ইতি।